দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ধ্রুবং নিবৃত্তং প্রতিবুদ্ধ্য বৈশসা-
দপেতমন্যুং ভগবান্ ধনেশ্বরঃ ।
তত্রাগতশ্চারণযক্ষকিন্নরৈঃ
সংস্তূয়মানো ন্যবদৎকৃতাঞ্জলিম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ধ্রুবম্**—ধ্রুব মহারাজকে; **নিবৃত্তম্**—বিরত; **প্রতিবুদ্ধ্য**—জেনে; **বৈশসাৎ**—বধকার্য থেকে; **অপেত**—নিরস্ত হয়েছিল; **মন্যুম্**—ক্রোধ; **ভগবান্**—কুবের; **ধন-ঈশ্বরঃ**—কোষাধ্যক্ষ; **তত্র**—সেখানে; **আগতঃ**—এসেছিলেন; **চারণ**—চারণদের দ্বারা; **যক্ষ**—যক্ষ; **কিন্নরৈঃ**—এবং কিন্নরদের দ্বারা; **সংস্তূয়মানঃ**—পূজিত হয়ে; **ন্যবদৎ**—বলেছিলেন; **কৃত-অঞ্জলিম্**—করজোড়পূর্বক দণ্ডায়মান ধ্রুবকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের ক্রোধ প্রশমিত হল, এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে যক্ষদের হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত হলেন। ধনপতি কুবের যখন সেই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি যক্ষ, কিন্নর এবং চারণদের দ্বারা পূজিত হয়ে ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হলেন, এবং অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান ধ্রুব মহারাজকে তখন তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২

ধনদ উবাচ

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ পরিতুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ ।
যৎত্বং পিতামহাদেশাদ্বৈরং দুস্ত্যজমত্যজঃ ॥ ২ ॥

ধন-দঃ উবাচ—ধনপতি (কুবের) বললেন; **ভোঃ ভোঃ**—হে; **ক্ষত্রিয়-দায়াদ**—হে ক্ষত্রিয়পুত্র; **পরিতুষ্টঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত; **অস্মি**—আমি হয়েছি; **তে**—তোমার প্রতি; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ; **যৎ**—যেহেতু; **তম্**—তুমি; **পিতামহ**—তোমার পিতামহের; **আদেশাৎ**—আদেশে; **বৈরম্**—শত্রুতা; **দুস্ত্যজম্**—যা ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **অত্যজঃ**—ত্যাগ করেছ।

অনুবাদ

ধনপতি কুবের বললেন—হে নিষ্পাপ ক্ষত্রিয়পুত্র! তোমার পিতামহের উপদেশে তুমি যে দুস্ত্যজ বৈরীভাব ত্যাগ করেছ, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি।

শ্লোক ৩

ন ভবানবধীদ্‌যক্ষান্ন যক্ষা ভ্রাতরং তব ।
কাল এব হি ভূতানাং প্রভুরপ্যয়ভাবয়োঃ ॥ ৩ ॥

ন—না; **ভবান্**—তুমি; **অবধীৎ**—হত্যা করেছ; **যক্ষান্**—যক্ষদের; **ন**—না; **যক্ষাঃ**—যক্ষরা; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতাকে; **তব**—তোমার; **কালঃ**—কাল; **এব**—নিশ্চয়ই; **হি**—কারণ; **ভূতানাম্**—জীবেদের; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অপ্যয়-ভাবয়োঃ**—সংহার এবং উৎপত্তির।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে, তুমি যক্ষদের হত্যা করনি, এবং তারাও তোমার ভাইকে হত্যা করেনি, কারণ সৃষ্টি এবং সংসারের পরম কারণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কালরূপী প্রকাশ।

তাৎপর্য

ধনপতি কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে নিষ্পাপ বলে সম্বোধন করেছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ এত সমস্ত যক্ষদের হত্যা করার জন্য নিজেকে দায়ী বলে মনে করে, নিজের সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু কুবের তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন যক্ষকে হত্যা করেননি; তাই, তাঁর কোন পাপ হয়নি। তিনি একজন রাজারূপে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন, যা ছিল প্রকৃতির অনুশাসন-জনিত নির্দেশ। কুবের বলেছিলেন, "তুমি মনে কোরো না যে,

তোমার ভ্রাতাকে যক্ষরা হত্যা করেছিল। কারণ প্রকৃতির নিয়মে কালের প্রভাবে তার মৃত্যু হয়েছিল অথবা সে নিহত হয়েছিল। সংহার এবং সৃষ্টির জন্য চরমে দায়ী হচ্ছে ভগবানের কালরূপ প্রকাশ। তুমি সেই জন্য দায়ী নও।"

শ্লোক ৪

অহং ত্বমিত্যপার্থা ধীরজ্ঞানাৎপুরুষস্য হি ।
স্বাপ্নীবাভাত্যতদ্ধ্যানাদ্‌যয়া বন্ধবিপর্যয়ৌ ॥ ৪ ॥

অহম্—আমি; **ত্বম্**—তুমি; **ইতি**—এইভাবে; **অপার্থা**—ভ্রান্ত ধারণা; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **অজ্ঞানাৎ**—অজ্ঞানজনিত; **পুরুষস্য**—পুরুষের; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **স্বাপ্নি**—স্বপ্ন; **ইব**—মতো; **আভাতি**—মনে হয়; **অ-তৎ-ধ্যানাৎ**—দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **যয়া**—যার দ্বারা; **বন্ধ**—বন্ধন; **বিপর্যয়ৌ**—এবং দুঃখ।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, নিজের এবং অপরের প্রতি 'আমি' এবং 'তুমি' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার কারণ হচ্ছে অবদ্যিা। এই দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কারণ, এবং তা আমাদের সংসারচক্রে নিরন্তর আবর্তিত করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের শাশ্বত সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই অহং ত্বম্ অর্থাৎ 'আমি' এবং 'তুমি' এই ভাবের উদয় হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু এবং আমরা সকলেই তাঁর বিভিন্ন অংশ, ঠিক যেমন হাত এবং পা হচ্ছে দেহের বিভিন্ন অংশ। আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের এই নিত্য সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তখন আর এই ভেদভাব, যা দেহাত্মবুদ্ধির ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়, তা থাকতে পারে না। সেই দৃষ্টান্তটি এখানে দেওয়া যেতে পারে—হাত হচ্ছে হাত, এবং পা হচ্ছে পা, কিন্তু যখন তারা উভয়েই সমগ্র দেহের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আর 'হাত' এবং 'পা' এই প্রকার ভেদভাব থাকে না। কারণ তারা সকলেই সমগ্র শরীরের অঙ্গ, এবং সমস্ত অঙ্গের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ শরীরের সেবা করা। তেমনই, জীব যখন কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হয়, তখন আর 'আমি' এবং 'তুমি'-র ভেদভাব থাকে না, কারণ সকলেই ভগবানের সেবায় যুক্ত। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর সেবাও

পরম। হাত যদিও একভাবে কাজ করে এবং পা অন্যভাবে, কিন্তু যেহেতু চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, তাই তা সবই এক। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মায়াবাদীদের মতো "সব কিছুই এক" বলে মনে করা। প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে যে, হাত হচ্ছে হাত, পা হচ্ছে পা, শরীর হচ্ছে শরীর, এবং তা সত্ত্বেও তারা সকলে মিলে এক। যখনই জীব মনে করে যে, সে হচ্ছে স্বাধীন, তখনই তার জড়-জাগতিক বদ্ধজীবন শুরু হয়। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা তাই ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। জীবের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। তা হলেই সে জড় জগতের বন্ধন্ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

শ্লোক ৫

তদ্‌গচ্ছ ধ্রুব ভদ্রং তে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সর্বভূতাত্মভাবেন সর্বভূতাত্মবিগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

তৎ—অতএব; **গচ্ছ**—এস; **ধ্রুব**—ধ্রুব; **ভদ্রম্**—কল্যাণ হোক; **তে**—তোমার; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজম্**—যিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীব; **আত্ম-ভাবেন**—তাদের এক বলে মনে করে; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবে; **আত্ম**—পরমাত্মা; **বিগ্রহম্**—রূপসমন্বিত।

অনুবাদ

হে ধ্রুব! আমার কাছে এসো। ভগবান সর্বদা তোমার মঙ্গল করুন। অধোক্ষজ ভগবান সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং এইভাবে বৈষম্য-রহিত হয়ে সমস্ত জীবই এক। তাই, সমস্ত জীবের পরম আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবানের সেই চিন্ময় রূপের সেবা করতে শুরু কর।

তাৎপর্য

এখানে *বিগ্রহম্* অর্থাৎ 'রূপসমন্বিত' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, চরমে পরমতত্ত্ব হচ্ছেন ভগবান। সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতায়* বর্ণিত হয়েছে। *সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ*—তাঁর রূপ আছে, কিন্তু তাঁর সেই রূপ যে-কোন জড় রূপ থেকে ভিন্ন। জীব সেই পরম রূপের তটস্থা শক্তি। সেই সূত্রে, জীবেরা সেই পরম রূপ থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা তাঁর সমকক্ষও নয়। এখানে ধ্রুব মহারাজকে সেই পরম বিগ্রহের সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

তার ফলে, অন্যান্য ব্যষ্টি জীবেরও সেবা সম্পাদিত হবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, একটি গাছের রূপ রয়েছে, এবং সেই গাছের গোড়ায় যখন জল দেওয়া হয়, তখন গাছের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য রূপেরও যথা—পত্র, পল্লব, ফুল, ফল ইত্যাদিতেও আপনা থেকেই জল দেওয়া হয়ে যায়। মায়াবাদীদের ধারণা, পরমতত্ত্ব সব কিছু হওয়ার ফলে নিশ্চয়ই নিরাকার, তা এখানে নিরস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমতত্ত্বের রূপ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত। কোন কিছুই তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়।

শ্লোক ৬

ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্ ।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

ভজস্ব—ভক্তিযুক্ত হও; **ভজনীয়**—ভজনের যোগ্য; **অঙ্ঘ্রিম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **অভবায়**—সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **ভব-ছিদম্**—যিনি ভৌতিক বন্ধনের গ্রন্থি ছেদন করেন; **যুক্তম্**—সংযুক্ত; **বিরহিতম্**—পৃথক; **শক্ত্যা**—তাঁর শক্তিকে; **গুণ-ময্যা**—জড়া প্রকৃতির গুণসমন্বিত; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

তাই, সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে যুক্ত কর, কারণ তিনিই কেবল আমাদের এই জড়-জাগতিক বন্ধন থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ভগবান যদিও জড়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তবুও তিনি এই জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ থেকে আলাদা থাকেন। এই জড় জগতের সব কিছুই সংঘটিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকের বক্তব্যের রেশ টেনে, এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধ্রুব মহারাজের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে যুক্ত করা। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কখনও প্রেমময়ী সেবা করা যায় না। *ভজস্ব* শব্দটি যখন উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে 'ভগবদ্ভক্তিতে নিজেকে যুক্ত কর', তখন বুঝতে হবে যে, সেবক, সেবা এবং সেব্য রয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা হয়, এবং যে-সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা বিধান হয়, তাকে বলা হয় সেবা, এবং

যিনি সেই সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় সেবক। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, অন্য কাউকে নয়, কেবল ভগবানকেই সেবা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(মাম্ একং শরণং ব্রজ)*। পরমেশ্বর ভগবানের হস্ত-পদস্বরূপ দেব-দেবীদের সেবা করার কোন প্রয়োজন নেই। যখন ভগবানের সেবা করা হয়, তখন তাঁর হাত-পায়ের সেবা আপনা থেকেই হয়ে যায়। পৃথকভাবে তাঁদের সেবা করার কোন প্রয়োজন হয় না। *ভগবদ্গীতায়* (১২/৭) উল্লেখ করা হয়েছে, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ*। অর্থাৎ তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য ভগবান তাঁর ভক্তের অন্তর থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালনা করেন যে, ভক্ত চরমে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানই কেবল জীবেদের এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির একটি *(পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে)*। এই জড়া প্রকৃতি ভগবানের একটি শক্তি, ঠিক যেমন তাপ এবং আলোক হচ্ছে অগ্নির শক্তি। জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে জড়া প্রকৃতিতে ভগবানের করণীয় কিছুই নেই। ভগবানের তটস্থা শক্তি জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করার বাসনার ফলে, এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভগবান এই প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু সেই জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেকে যুক্ত করে, তখন সে সেই সেবার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান জড়া প্রকৃতিতেও বিরাজমান। সেটি হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। জড়া প্রকৃতি তিনটি গুণের মাধ্যমে ক্রিয়া করে, যা জড় অস্তিত্বে কর্মফলের সৃষ্টি করে। যাঁরা ভক্ত নয় তারা এই সমস্ত কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু ভগবানের সেবাপরায়ণ ভক্ত জড়া প্রকৃতির এই কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত। তাই ভগবানকে এখানে *ভবচ্ছিদম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি সংসার-বন্ধন থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৭

বৃণীহি কামং নৃপ যন্মনোগতং
মত্তস্ত্বমৌত্তানপদেঽবিশঙ্কিতঃ ।
বরং বরার্হোঽম্বুজনাভপাদয়ো-
রনন্তরং ত্বাং বয়মঙ্গ শুশ্রুম ॥ ৭ ॥

বৃণীহি—প্রার্থনা কর; **কামম্**—বাসনা; **নৃপ**—হে রাজন্; **যৎ**—যা কিছু; **মনঃ-গতম্**—তোমার মনের ভিতর; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **ত্বম্**—তুমি; **ঔত্তানপদে**—হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র; **অবিশঙ্কিতঃ**—দ্বিধা না করে; **বরম্**—বর; **বর-অর্হঃ**—বর গ্রহণের যোগ্য; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **নাভ**—তাঁর নাভি; **পাদয়োঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **অনন্তরম্**—নিরন্তর; **ত্বাম্**—তোমার সম্বন্ধে; **বয়ম্**—আমরা; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **শুশ্রুম**—শুনেছি।

অনুবাদ

হে মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ! আমরা শুনেছি যে, তুমি নিরন্তর পদ্মনাভ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাই তুমি আমাদের কাছ থেকে সব রকম বর গ্রহণের যোগ্য। অতএব নির্দ্বিধায় তুমি আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে পার।

তাৎপর্য

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজ নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানকারী একজন ভক্তরূপে ইতিমধ্যেই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। এই প্রকার শুদ্ধ, নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্ত দেবতাদের দ্বারা প্রদত্ত সর্ব প্রকার বর গ্রহণের যোগ্য। এই প্রকার বর লাভের জন্য তাঁকে পৃথকভাবে দেবতাদের পূজা করতে হয়নি। কুবের হচ্ছেন দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ, এবং তিনি স্বয়ং ধ্রুব মহারাজকে যে-কোন বর দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন যে, যাঁরা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁদের সেবা করার জন্য সব রকম জড়-জাগতিক বর দাসীর মতো প্রতীক্ষা করে। ভক্তদের মুক্তি দেওয়ার জন্য মুক্তিদেবী তাঁর দরজায় প্রতীক্ষা করেন। তিনি তাঁদের মুক্তিরও অধিক কোন সম্পদ প্রদান করার জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব থাকেন। তাই ভগবদ্ভক্ত হওয়া এক অতি উচ্চ পদ। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা করার ফলে, ভক্ত কোন পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই এই জগতের যে-কোন বর লাভ করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজকে কুবের বলেছিলেন যে, তিনি শুনেছিলেন ধ্রুব মহারাজ সর্বদাই সমাধিমগ্ন থাকেন, অর্থাৎ তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি জানতেন যে, ধ্রুব মহারাজের পক্ষে এই জড় জগতের কোন কিছুই কাম্য ছিল না। তিনি জানতেন যে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের স্মরণরূপ আশীর্বাদ ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করবেন না।

শ্লোক ৮

মৈত্রেয় উবাচ

স রাজরাজেন বরায় চোদিতো
ধ্রুবো মহাভাগবতো মহামতিঃ ।
হরৌ স বব্রেঽচলিতাং স্মৃতিং যয়া
তরত্যযত্নেন দুরত্যয়ং তমঃ ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **সঃ**—তিনি; **রাজ-রাজেন**—রাজাদের রাজার (কুবের) দ্বারা; **বরায়**—বরের জন্য; **চোদিতঃ**—প্রার্থনা করতে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **মহা-ভাগবতঃ**—সর্বোত্তম শুদ্ধ ভক্ত; **মহা-মতিঃ**—সব চাইতে বুদ্ধিমান অথবা চিন্তাশীল; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **সঃ**—তিনি; **বব্রে**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অচলিতাম্**—অবিচলিত; **স্মৃতিম্**—স্মৃতি; **যয়া**—যার দ্বারা; **তরতি**—পার হয়; **অযত্নেন**—অনায়াসে; **দুরত্যয়ম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **তমঃ**—অজ্ঞান।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! যক্ষরাজ কুবের যখন ধ্রুব মহারাজকে বর প্রার্থনা করার জন্য বললেন, তখন মহাভাগবত মহামতি ধ্রুব মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—তিনি যেন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত স্মৃতি লাভ করে দুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হতে পারেন।

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞ অনুগামীদের মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের বর রয়েছে। এই চারটি উদ্দেশ্যকে বলা হয় চতুর্বর্গ। এই চতুর্বর্গের মধ্যে মুক্তিকে এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বলে বিবেচনা করা হয়। জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়া সর্বোচ্চ পুরুষার্থ নামে পরিচিত। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ যে বর চেয়েছিলেন, তা সর্বোচ্চ পুরুষার্থ মুক্তিরও অতীত। তিনি চেয়েছিলেন, তিনি যেন নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করতে পারেন। জীবনের এই স্তরকে বলা হয় পঞ্চম পুরুষার্থ। ভক্ত যখন পঞ্চম পুরুষার্থের স্তরে এসে কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তি তাঁর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই সম্পর্কে বলেছেন যে, ভক্তের কাছে মুক্তি নারকীয় বলে মনে হয়;

তাঁর কাছে স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুম-সদৃশ, এবং তার কোন মূল্যই নেই। যোগীরা ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা করে, কিন্তু ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয়-সংযম মোটেই কঠিন নয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই সর্পগুলির বিষদাঁত ভেঙে গেছে। এইভাবে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই পৃথিবীতে লব্ধ সব রকম মুক্তির বিশ্লেষণ করেছেন, এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, শুদ্ধ ভক্তের কাছে সেইগুলির কোন মূল্যই নেই। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন মহা ভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের শুদ্ধ ভক্ত, এবং তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত মহৎ *(মহা-মতিঃ)*। অত্যন্ত বুদ্ধিমান না হলে, ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা যায় না। সর্বোচ্চ স্তরের ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই সর্বোচ্চ স্তরের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ, এবং তাই তিনি এই জড় জগতের কোন বর লাভের জন্য আগ্রহী হন না। যিনি রাজাদেরও রাজা, তিনি ধ্রুব মহারাজকে বর দিতে চেয়েছিলেন। দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবের, যাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে এই জড় জগতের জীবেদের কাছে প্রভূত ধন-সম্পদ সরবরাহ করা, তাঁকে এখানে রাজার রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ কুবেরের আশীর্বাদপুষ্ট না হলে রাজা হওয়া যায় না। সেই রাজাদের রাজা স্বয়ং ধ্রুব মহারাজকে যে-কোন পরিমাণ ধন-সম্পদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাই তাঁকে এখানে *মহা-মতিঃ* বা অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

তস্য প্রীতেন মনসা তাং দত্ত্বৈড়বিড়স্ততঃ ।
পশ্যতোঽন্তর্দধে সোঽপি স্বপুরং প্রত্যপদ্যত ॥ ৯ ॥

তস্য—ধ্রুবের প্রতি; **প্রীতেন**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **মনসা**—মনোভাব সহকারে; **তাম্**—সেই স্মৃতি; **দত্ত্বা**—দান করে; **ঐড়বিড়ঃ**—ইড়বিড়ার পুত্র কুবের; **ততঃ**—তার পর; **পশ্যতঃ**—ধ্রুব যখন দেখছিলেন; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হলেন; **সঃ**—তিনি (ধ্রুব); **অপি**—ও; **স্ব-পুরম্**—তাঁর নগরীতে; **প্রত্যপদ্যত**—ফিরে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ইড়বিড়ার পুত্র কুবের ধ্রুবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং আনন্দিত চিত্তে তাঁর বাঞ্ছিত বর প্রদান করেছিলেন। তার পর তিনি ধ্রুবের সম্মুখে অন্তর্হিত হলেন। ধ্রুব মহারাজও তখন তাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

ইড়বিড়ার পুত্র কুবের ধ্রুব মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁর কাছ থেকে জড়-জাগতিক ভোগের বস্তু কামনা করেননি। কুবের হচ্ছেন একজন দেবতা, তাই কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে, 'ধ্রুব মহারাজ কেন একজন দেবতার থেকে বর গ্রহণ করেছিলেন?' তার উত্তর হচ্ছে যে, বৈষ্ণবের পক্ষে কোন দেবতার কাছ থেকে বর গ্রহণে কোন বাধা নেই, যদি তা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, ব্রজগোপিকারা কাত্যায়নী দেবীর পূজা করেছিলেন, কিন্তু দেবীর কাছে তাঁদের একমাত্র কামনা ছিল, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের পতিরূপে লাভ করতে পারেন। বৈষ্ণবেরা দেবতাদের কাছ থেকে কোন রকম বর লাভের প্রত্যাশী নন, এমন কি তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের থেকেও কোন রকম আকাঙ্ক্ষা করেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান মুক্তি দান করতে পারেন, কিন্তু ভগবান যদি শুদ্ধ ভক্তকে মুক্তিও দান করেন, তা হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ধ্রুব মহারাজ কুবেরের কাছে চিৎ-জগতে উন্নীত হওয়ার প্রার্থনা করেননি, যাকে বলা হয় মুক্তি; তিনি কেবল প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি চিৎ-জগৎ অথবা জড় জগৎ যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি যেন নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন। বৈষ্ণব সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই কুবের যখন তাঁকে বর দিয়েছিলেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেননি। কিন্তু তিনি এমন কিছু চেয়েছিলেন, যা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুকূল হবে।

শ্লোক ১০

অথাযজত যজ্ঞেশং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
দ্রব্যক্রিয়াদেবতানাং কর্ম কর্মফলপ্রদম্ ॥ ১০ ॥

অথ—তার পর; **অযজত**—তিনি পূজা করেছিলেন; **যজ্ঞ-ঈশম্**—যজ্ঞেশ্বরকে; **ক্রতুভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **ভূরি**—মহান; **দক্ষিণৈঃ**—দানের দ্বারা; **দ্রব্য-ক্রিয়া-দেবতানাম্**—দ্রব্য, ক্রিয়া, এবং দেবতা-সমন্বিত যজ্ঞের; **কর্ম**—উদ্দেশ্য; **কর্ম-ফল**—কর্মের ফল; **প্রদম্**—প্রদানকারী।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যত দিন গৃহে ছিলেন, তত দিন তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বহু মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। শাস্ত্রবিহিত

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা, যিনি সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং যিনি যজ্ঞের ফল প্রদান করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) বলা হয়েছে, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ* —পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য কেবল কর্ম করা উচিত, তা না হলে কর্মফলের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়। চারটি বর্ণ এবং আশ্রমের ব্যবস্থা অনুসারে, বিশেষ করে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার এবং তাঁদের সঞ্চিত অর্থ মুক্তহস্তে দান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একজন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজারূপে ধ্রুব মহারাজ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং উদারভাবে দান করেছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের অর্থ উপার্জন করে প্রভূত ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার কথা। কখনও কখনও তাঁদের সেই জন্য পাপকর্মে লিপ্ত হতে হয়। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য হচ্ছে রাজ্য শাসন করা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, ধ্রুব মহারাজকে রাজ্যশাসন করার সময় যক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং তাদের অনেককে হত্যা করতে হয়েছিল। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এইভাবে আচরণ করার প্রয়োজন হয়। ক্ষত্রিয়ের কাপুরুষ হওয়া উচিত নয় এবং অহিংসক হওয়াও উচিত নয়। রাজ্যশাসন করার জন্য তাঁকে হিংসাত্মক কার্য করতে হয়।

তাই ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সঞ্চিত ধনের অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যেন দান করা হয়। *ভগবদ্গীতায়* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার পরেও যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়। তা কখনই ত্যাগ করা উচিত হবে না। তপস্যা সন্ন্যাস-জীবনের জন্য; যাঁরা সংসার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, তাঁদের তপস্যা অনুষ্ঠান করা উচিত। বৈষয়িক জীবন যাপন করছে যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, তাদের অবশ্যই দান করা উচিত। জীবনের শুরুতে ব্রহ্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত।

একজন আদর্শ রাজারূপে ধ্রুব মহারাজ তাঁর রাজকোষ উজাড় করে দান করেছিলেন। নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তা ব্যয় করা রাজার কর্তব্য নয়। নাগরিকদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তা ব্যয় করার ফলে, পৃথিবীর রাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। তা সে রাজতন্ত্রই হোক অথবা গণতন্ত্রই হোক, সেই শোষণ এবং প্রতারণা এখনও চলছে। বর্তমান সময়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন দল রয়েছে, কিন্তু সকলেই তাদের নিজেদের পদ অথবা রাজনৈতিক দলকে গদিতে রাখার চেষ্টাতেই ব্যস্ত।

রাজনৈতিক নেতাদের সেই জনসাধারণের কল্যাণের বিষয়ে চিন্তা করার কোন সময়ই প্রায় নেই, অথচ তাদের থেকে তারা আয়কর, বিক্রয়কর এবং অন্যান্য বহু প্রকার করের বোঝা চাপিয়ে শোষণ করছে। অনেক সময় মানুষের আয়ের শতকরা আশি-নব্বই ভাগ আয়কররূপে নিয়ে নেওয়া হয়, এবং সেই অর্থ রাজকর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের মোটা মাহিনা দেওয়ার ব্যাপারে ব্যয় করা হয়। পূর্বে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, নাগরিকদের থেকে সংগৃহীত কর মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হত। কিন্তু এখন, প্রায় কোন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়; তাই, শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মানুষ যেন সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। যে-কোন গৃহস্থ বিনা খরচায় সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন। পরিবারের সমস্ত সদস্যরা একত্রে সমবেত হয়ে, হাততালি দিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারে। কোন না কোন ভাবেই, সকলেই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং জনসাধারণের কাছে প্রসাদ বিতরণ করতে পারে। এই কলিযুগের পক্ষে সেটিই যথেষ্ট। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত—যতদূর সম্ভব, মন্দিরে অথবা বাইরে সর্বক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা এবং যথাসম্ভব প্রসাদ বিতরণ করা। রাষ্ট্রের প্রশাসকদের এবং যাঁরা দেশের সম্পদ উৎপাদন করছেন, তাঁদের সহযোগিতায় এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পন্থাটি আরও কার্যকরীভাবে অনুষ্ঠান করা সম্ভব। কেবলমাত্র উদারভাবে প্রসাদ বিতরণ এবং সংকীর্তনের ফলে, সারা পৃথিবী শান্ত হতে পারে এবং সমৃদ্ধিশালী হতে পারে।

সাধারণত বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশিত সমস্ত সকাম যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের এই পূজা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত যজ্ঞের ফল পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) বলেছেন, *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্*—সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন তিনি। তাই তাঁর নাম যজ্ঞপুরুষ।

ধ্রুব মহারাজ যদিও ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং এই প্রকার যজ্ঞ করার কোন প্রয়োজন তাঁর ছিল না, তবুও জনসাধারণের কাছে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন। যত দিন পর্যন্ত তিনি গৃহস্থরূপে জীবন যাপন করেছিলেন, তত দিন তিনি এক কপর্দকও তাঁর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেননি। এই শ্লোকে *কর্ম-ফল-প্রদম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান প্রত্যেককেই তার ইচ্ছা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম প্রদান করেন। পরমাত্মারূপে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তিনি এতই দয়াময় এবং উদার যে, তিনি সকলকেই তাদের ইচ্ছা অনুসারে

কর্ম করার পূর্ণ সুযোগ দেন। তার পর সেই কর্মের ফলও জীবকে ভোগ করতে হয়। কেউ যদি জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়। তা হলে ভগবান তাকে পূর্ণ সুযোগ দেন, কিন্তু সেই কর্মের ফলে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনই, কেউ যদি পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চান, তা হলেও ভগবান তাঁকে পূর্ণ সুযোগ দেন, এবং ভক্ত তাঁর ফল উপভোগ করেন। তাই ভগবান *কর্ম-ফল-প্রদ* নামে পরিচিত।

শ্লোক ১১

সর্বাত্মন্যচ্যুতেঽসর্বে তীব্রৌঘাং ভক্তিমুদ্বহন্ ।
দদর্শাত্মনি ভূতেষু তমেবাবস্থিতং বিভুম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব-আত্মনি—পরমাত্মায়; **অচ্যুতে**—অচ্যুত; **অসর্বে**—অন্তহীনভাবে; **তীব্র-ওঘাম্**—তীব্রবেগে; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **উদ্বহন্**—সম্পাদন করে; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **তম্**—তাঁকে; **এব**—কেবল; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত; **বিভুম্**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সব কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় তিনি দেখেছিলেন যে, সব কিছু কেবল তাঁর মধ্যে অবস্থিত এবং তিনি সমস্ত জীবের অন্তরে বিরাজমান। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত, কারণ তিনি কখনও তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার পরম কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ কেবল বহু যজ্ঞানুষ্ঠানই করেননি, অধিকন্তু তিনি ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবাও সম্পাদন করেছিলেন। সাধারণ কর্মীরা, যারা তাদের সকাম কর্মের ফল ভোগ করতে চায়, তারা কেবল বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশিত কর্ম অনুষ্ঠানেই ব্যস্ত থাকে। ধ্রুব মহারাজ যদিও একজন আদর্শ রাজারূপে বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও তিনি নিরন্তর ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত ছিলেন। ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্ত দেখতে পায় যে, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, যে-কথা *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে *(ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি)* । সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারে না ভগবান কি করে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, কিন্তু

ভক্ত প্রকৃতপক্ষে তাঁকে দেখতে পান। ভক্ত কেবল তাঁকে বাহ্যিকভাবেই দেখতে পান না, তিনি তাঁর চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পান যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানে আশ্রিত, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে *(মৎ-স্থানি সর্ব-ভূতানি)*। সেটি হচ্ছে মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যরা যা দেখে, তিনিও তাই দেখেন, কিন্তু গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নগরী, আকাশ ইত্যাদি দর্শন করার পরিবর্তে, তিনি কেবল তাঁর আরাধ্য পরমেশ্বর ভগবানকেই সব কিছুতে দর্শন করেন, কারণ সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে। সেটি হচ্ছে মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, মহাভাগবত অতি উন্নত শুদ্ধ ভক্ত, যিনি ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন, এবং সকলের হৃদয়ের অভ্যন্তরেও দর্শন করেন। অতি উচ্চ মার্গের ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন যে ভক্ত, তাঁর পক্ষেই এই প্রকার দর্শন সম্ভব। যে-সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন*—যাদের চক্ষু ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরা সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন; কল্পনার দ্বারা অথবা তথাকথিত ধ্যানের দ্বারা তা কখনও সম্ভব নয়।

শ্লোক ১২

তমেবং শীলসম্পন্নং ব্রহ্মণ্যং দীনবৎসলম্ ।
গোপ্তারং ধর্মসেতূনাং মেনিরে পিতরং প্রজাঃ ॥ ১২ ॥

তম্—তাঁকে; **এবম্**—এইভাবে; **শীল**—দিব্য গুণাবলীর দ্বারা; **সম্পন্নম্**—যুক্ত; **ব্রহ্মণ্যম্**—ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **দীন**—দরিদ্রদের প্রতি; **বৎসলম্**—দয়ালু; **গোপ্তারম্**—রক্ষক; **ধর্ম-সেতূনাম্**—ধর্মের; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **পিতরম্**—পিতা; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ সমস্ত দিব্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ভগবদ্ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধালু, দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি দয়ালু এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। তাঁর এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁর প্রজারা তাঁকে তাঁদের পিতা বলে মনে করতেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের যে-সমস্ত গুণ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, তা একজন আদর্শ রাজর্ষির গুণাবলী। কেবল রাজারাই নন, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতাদেরও এই সমস্ত

দিব্য গুণাবলী থাকা উচিত, তা হলেই প্রজারা সুখী হবে। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজারা ধ্রুব মহারাজকে তাদের পিতা বলে মনে করত। একটি শিশু যেমন তার সক্ষম পিতার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকে, তেমনই প্রজারা রাষ্ট্র অথবা রাজার দ্বারা সুরক্ষা প্রাপ্ত হয়ে, সর্বতোভাবে সুখী হতে পারে। কিন্তু, আজকাল রাজ্যে জীবনের প্রাথমিক আবশ্যকতাগুলিরও, যথা— নাগরিকদের জীবন এবং সম্পত্তির সুরক্ষার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এই প্রসঙ্গে *ব্রহ্মণ্যম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুব মহারাজ বেদজ্ঞ ও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই কৃষ্ণভক্তি প্রচারে ব্যস্ত থাকেন। যে-সমস্ত সংস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হওয়া, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান যুগে কোন রাষ্ট্র অথবা সরকারই এই প্রকার সংস্থাকে কোন রকম সাহায্য দেয় না। নেতাদের সদ্‌গুণাবলী বিচার করলে দেখা যায় যে, সদ্‌গুণসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রনেতা খুঁজে পাওয়াও অত্যন্ত দুষ্কর। প্রশাসকেরা কেবল তাদের গদিতে বসে প্রজাদের সমস্ত আবেদন এবং অনুরোধ মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে, যেন জনসাধারণকে না বলার জন্যই তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। আর একটি শব্দ *দীনবৎসলম্*ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রনেতাদের নিরীহ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এবং নেতারা রাষ্ট্র থেকে মোটা মাইনা আদায় করে, এবং তারা অত্যন্ত পুণ্যবান হওয়ার অভিনয় করে, কিন্তু তারা নিরীহ পশুদের হত্যা করার কসাইখানা অনুমোদন করে। আমরা যদি ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলীর সঙ্গে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতাদের গুণাবলীর তুলনা করি, তা হলে দেখতে পাই যে, প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন সত্যযুগে, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে স্পষ্টীকৃত হবে। তিনি ছিলেন সত্যযুগের আদর্শ রাজা। বর্তমান যুগে (কলিযুগে) সরকারি প্রশাসনগুলি সমস্ত সদ্‌গুণ-রহিত। এই সমস্ত কথা বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্ম, জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য মানুষের কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১৩

ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষসাহস্রং শশাস ক্ষিতিমণ্ডলম্ ।
ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং কুর্বন্নভোগৈরশুভক্ষয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ষট্-ত্রিংশৎ—ছত্রিশ; **বর্ষ**—বৎসর; **সাহস্রম্**—হাজার; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **ক্ষিতি-মণ্ডলম্**—ভূমণ্ডল; **ভোগৈঃ**—ভোগের দ্বারা; **পুণ্য**—পুণ্যকর্মের ফল; **ক্ষয়ম্**—ক্ষয়; **কুর্বন্**—করে; **অভোগৈঃ**—তপস্যার দ্বারা; **অশুভ**—অশুভ কর্মের ফল; **ক্ষয়ম্**—হ্রাস।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় এবং তপস্যার দ্বারা অশুভ কর্মের ফল ক্ষয় করে, ছত্রিশ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যে ছত্রিশ হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সত্যযুগে ছিলেন, কারণ সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর। পরবর্তী অর্থাৎ ত্রেতা যুগে, মানুষের আয়ু ছিল দশ হাজার বছর, এবং তার পরবর্তী যুগে, দ্বাপরে মানুষের আয়ু ছিল এক হাজার বছর। বর্তমান কলিযুগে, মানুষের আয়ু হচ্ছে বড় জোর এক শত বছর। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয়ু, মেধা, দয়া আদি সমস্ত সদ্‌গুণ হ্রাস হতে থাকে। কর্ম দুই প্রকার রয়েছে—পুণ্য এবং পাপ। পুণ্যকর্মের ফলে, আমরা উচ্চতর জড় সুখভোগের সুযোগ লাভ করতে পারি, আর পাপকর্মের ফলে, জীব কঠোর দুঃখভোগ করে। ভক্ত কিন্তু সুখভোগের প্রতি আসক্ত নন অথবা দুঃখ-কষ্টের দ্বারা প্রভাবিত হন না। যখন তাঁর জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি আসে, তখন তিনি মনে করেন, "আমি আমার পুণ্যকর্মের ফল ক্ষয় করছি," এবং যখন তিনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি জানেন, "আমার পাপকর্মের ফল ক্ষয় হচ্ছে।" ভগবদ্ভক্ত সুখ অথবা দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হন না; তিনি কেবল ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে চান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তি *অপ্রতিহতা* হওয়া উচিত, অর্থাৎ তা সুখ এবং দুঃখ আদি জড় অবস্থার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। ভক্তরা একাদশী এবং অন্যান্য উপবাসের দিন তপশ্চর্যা পালন করেন, এবং অবৈধ যৌনসঙ্গ, আসবপান, দ্যূতক্রীড়া ও আমিষ আহার বর্জনরূপ তপস্যা করেন। এইভাবে তিনি তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল থেকে পবিত্র হন, এবং যেহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তাই অন্য কোন পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই তিনি তাঁর জীবন উপভোগ করেন।

শ্লোক ১৪

এবং বহ্বসবং কালং মহাত্মাবিচলেন্দ্রিয়ঃ ।
ত্রিবর্গৌপয়িকং নীত্বা পুত্রায়াদান্নৃপাসনম্ ॥ ১৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **বহু**—বহু; **সবম্**—বৎসর; **কালম্**—সময়; **মহা-আত্মা**—মহাত্মা; **অবিচল-ইন্দ্রিয়ঃ**—সংযত ইন্দ্রিয়; **ত্রি-বর্গ**—তিন প্রকার জাগতিক কার্যকলাপ; **ঔপয়িকম্**—অনুষ্ঠান করার অনুকূল; **নীত্বা**—অতিবাহিত করে; **পুত্রায়**—তাঁর পুত্রকে; **অদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **নৃপ-আসনম্**—রাজসিংহাসন।

অনুবাদ

সংযত-ইন্দ্রিয় মহাত্মা ধ্রুব মহারাজ এইভাবে ধর্ম, অর্থ এবং কামরূপ ত্রিবর্গ অনুকূলভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা বহুকাল অতিবাহিত করে, অবশেষে তাঁর রাজ-সিংহাসনের ভার তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যায়। তার ফলে আপনা থেকেই অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাফল্য আসে, এবং জড়-জাগতিক বাসনাগুলি চরিতার্থ করতে কোনই অসুবিধা হয় না। ধ্রুব মহারাজ যেহেতু ছিলেন একজন রাজা, তাই তাঁর পদমর্যাদা রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, তা না হলে প্রজাশাসন করা সম্ভব হত না, এবং তা তিনি পূর্ণরূপে করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর পুত্র উপযুক্ত হয়েছে এবং সে রাজসিংহাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, তৎক্ষণাৎ তিনি তার হাতে সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করে সমস্ত জড়-জাগতিক দায়-দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

এখানে *অবিচলেন্দ্রিয়ঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের বেগের দ্বারা কখনও বিচলিত হননি, এবং বয়সে বৃদ্ধ হলেও তাঁর ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। ছত্রিশ হাজার বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন বলে, কেউ মনে করতে পারে যে, তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ছিল যুবকের মতো জীবনীশক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি চিরকাল সংযত-ইন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি জড়-জাগতিক বিচারেও তাঁর কর্তব্য পূর্ণরূপে সম্পাদন করেছিলেন। সেটি হচ্ছে মহান ভগবদ্ভক্তের আচরণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন একজন অতি ধনী ব্যক্তির পুত্র। যদিও তাঁর

জড় সুখভোগের প্রতি কোন রকম স্পৃহা ছিল না, তবুও তাঁর উপর যখন রাজকার্য দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি তা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিলেন। শ্রীল গৌরসুন্দর তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "মনকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত রেখে, তুমি অন্তরে নিষ্ঠাপরায়ণ হও, কিন্তু বাহ্যে প্রয়োজন অনুসারে জড়-জাগতিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন কর।" এই প্রকার দিব্য স্থিতি কেবল ভক্তরাই লাভ করতে পারেন, যে-সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—যোগী আদি অন্য পরমার্থবাদীরা বলপূর্বক তাদের ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে চায়, কিন্তু ভক্তের ইন্দ্রিয়সমূহ পূর্ণরূপে শক্তিসমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে প্রয়োগ করেন না, কারণ তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে উন্নততর চিন্ময় কর্মে নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ১৫

মন্যমান ইদং বিশ্বং মায়ারচিতমাত্মনি ।
অবিদ্যারচিতস্বপ্নগন্ধর্বনগরোপমম্ ॥ ১৫ ॥

মন্যমানঃ—উপলব্ধি করে; **ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **রচিতম্**—নির্মিত; **আত্মনি**—জীবকে; **অবিদ্যা**—অবিদ্যার দ্বারা; **রচিত**—নির্মিত; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **গন্ধর্ব-নগর**—অলীক; **উপমম্**—সদৃশ।

অনুবাদ

শ্রীল ধ্রুব মহারাজ উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জগৎ স্বপ্ন বা মায়াজালের মতো জীবেদের মোহগ্রস্ত করে, কারণ তা পরমেশ্বর ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা রচিত।

তাৎপর্য

কখনও কখনও গভীর অরণ্যে বিরাট বিরাট বহু প্রাসাদ এবং সুন্দর নগরী রয়েছে বলে মনে হয়। তাকে বলা হয় *গন্ধর্ব-নগর* । তেমনই স্বপ্নেও আমরা আমাদের কল্পনার দ্বারা বহু অলীক সৃষ্টি করি। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বা ভগবদ্ভক্ত ভালভাবেই জানেন যে, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী, এবং তা বাস্তব বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মায়িক। এই সবই অলীক। কিন্তু এই প্রতিবিম্বিত সৃষ্টির পিছনে বাস্তব চিন্ময় জগৎ রয়েছে। ভগবদ্ভক্ত চিৎ-জগতের বিষয়েই আগ্রহী, তার প্রতিবিম্বের প্রতি নয়। যেহেতু তিনি পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাই ভক্ত সত্যের এই ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বের প্রতি আগ্রহী নন। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতে* প্রতিপন্ন হয়েছে *(পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে)* ।

শ্লোক ১৬

আত্মস্ত্র্যপত্যসুহৃদো বলমৃদ্ধকোশ-
মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ ।
ভূমণ্ডলং জলধিমেখলমাকলয্য
কালোপসৃষ্টমিতি স প্রযযৌ বিশালাম্ ॥ ১৬ ॥

আত্ম—দেহ; **স্ত্রী**—পত্নী; **অপত্য**—সন্তান; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **বলম্**—প্রভাব, সৈন্য; **ঋদ্ধ-কোশম্**—সমৃদ্ধ রাজকোষ; **অন্তঃ-পুরম্**—রমণীদের বাসস্থান; **পরিবিহার-ভুবঃ**—ক্রীড়াস্থল; **চ**—এবং; **রম্যাঃ**—সুন্দর; **ভূ-মণ্ডলম্**—সমগ্র পৃথিবী; **জল-ধি**—সমুদ্রের দ্বারা; **মেখলম্**—পরিবৃত; **আকলয্য**—বিবেচনা করে; **কাল**—কালের দ্বারা; **উপসৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **প্রযযৌ**—গিয়েছিলেন; **বিশালাম্**—বদরিকাশ্রমে।

অনুবাদ

এইভাবে ধ্রুব মহারাজ অবশেষে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত এবং মহাসাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জুড়ে বিস্তৃত তাঁর রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহ, পত্নী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ রাজকোষ, তাঁর অত্যন্ত আরামপ্রদ প্রাসাদ, এবং রমণীয় বিহারস্থল মায়া রচিত বিবেচনা করে, বানপ্রস্থ অবলম্বন করে হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর জীবনের প্রারম্ভে যখন পরমেশ্বর ভগবানের অন্বেষণে বনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সর্ব প্রকার দেহসুখ মায়ার রচনা। জীবনের প্রারম্ভে তিনি তাঁর পিতার রাজ্যের অভিলাষী ছিলেন, এবং তা লাভ করার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্ধানে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই জড় জগতে সব কিছুই মায়ার সৃষ্টি। ধ্রুব মহারাজের এই আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কেউ যদি কোনক্রমে কৃষ্ণভক্ত হন, তা হলে শুরুতে তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল তাতে কিছু যায় আসে না, কালক্রমে তিনি ভগবানের কৃপায় পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। শুরুতে ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতার রাজ্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি একজন মহাভাগবতে পরিণত হন, এবং তখন তাঁর আর কোন রকম জড়-জাগতিক সুখভোগের প্রতি আগ্রহ ছিল না। ভক্তরাই কেবল জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে

পারেন। কেউ যদি অতি অল্প ভক্তি সম্পাদন করেও তাঁর ভগবদ্ভক্তির অপরিপক্ক অবস্থা থেকে অধঃপতিত হন, তা হলেও তিনি এই জড় জগতে সকাম কর্মে পূর্ণরূপে যুক্ত ব্যক্তির থেকে শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ১৭

তস্যাং বিশুদ্ধকরণঃ শিববার্বিগাহ্য
বদ্ধাসনং জিতমরুন্মনসাহৃতাক্ষঃ ।
স্থূলে দধার ভগবৎপ্রতিরূপ এতদ্
ধ্যায়ংস্তদব্যবহিতো ব্যসৃজৎসমাধৌ ॥ ১৭ ॥

তস্যাম্—বদরিকাশ্রমে; **বিশুদ্ধ**—পবিত্র; **করণঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ; **শিব**—শুদ্ধ; **বাঃ**—জল; **বিগাহ্য**—স্নান করে; **বদ্ধা**—স্থির করে; **আসনম্**—আসন; **জিত**—নিয়ন্ত্রিত করে; **মরুৎ**—শ্বাসক্রিয়া; **মনসা**—মনের দ্বারা; **আহৃত**—প্রত্যাহৃত; **অক্ষঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ; **স্থূলে**—ভৌতিক; **দধার**—কেন্দ্রীভূত করেছিলেন; **ভগবৎ-প্রতিরূপে**—ভগবানের প্রকৃত স্বরূপে; **এতৎ**—মন; **ধ্যায়ন্**—ধ্যান করে; **তৎ**—তা; **অব্যবহিতঃ**—অপ্রতিহত; **ব্যসৃজৎ**—তিনি প্রবেশ করেছিলেন; **সমাধৌ**—সমাধিতে।

অনুবাদ

স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পবিত্র জলে নিয়মিতভাবে স্নান করার ফলে, ধ্রুব মহারাজের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়েছিল। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর শ্বাসক্রিয়া এবং প্রাণবায়ু সংযত করেছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পর তিনি তাঁর মনকে ভগবানের প্রতিরূপ অর্চা বিগ্রহে ধ্যানস্থ করেছিলেন, এইভাবে ভগবানের ধ্যান করতে করতে তিনি পূর্ণ সমাধিতে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে অষ্টাঙ্গ-যোগপদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ধ্রুব মহারাজ ইতিপূর্বেই অভ্যস্ত ছিলেন। আদবকায়দা-দুরস্ত শহরে অভ্যাস করার জন্য অষ্টাঙ্গ যোগ নয়। ধ্রুব মহারাজ একলা নির্জন বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যোগ অভ্যাস করেছিলেন। তিনি তাঁর মনকে ভগবানের অর্চা বিগ্রহে একাগ্রীভূত করেছিলেন, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অবিকল প্রতিরূপ, এবং এইভাবে নিরন্তর ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করে তিনি সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। ভগবানের অর্চা বিগ্রহের

আরাধনা মূর্তি পূজা নয়। ভক্তের উপলব্ধির জন্য অর্চা বিগ্রহ ভগবানের অবতার। তাই ভক্ত মন্দিরে অর্চা বিগ্রহরূপে প্রকাশিত ভগবানের সেবায় যুক্ত হন। এই রূপ পাথর, ধাতু, কাঠ, মণি, আলেখ্য ইত্যাদি স্থূল পদার্থের দ্বারা রচিত। এই সমস্ত পদার্থ স্থূল অথবা ভৌতিক প্রতীক। ভক্তরা যেহেতু পূজার বিধি-বিধান পালন করেন, তাই ভগবান যদিও ভৌতিকরূপে প্রকাশিত, তবুও তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপ থেকে অভিন্ন। এইভাবে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করেন। ভগবানের এই নিরন্তর চিন্তা যা *ভগবদ্গীতায়ও* সংস্তুত হয়েছে, তা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত করে।

শ্লোক ১৮

ভক্তিং হরৌ ভগবতি প্রবহন্নজস্র-
মানন্দবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমানঃ ।
বিক্লিদ্যমানহৃদয়ঃ পুলকাচিতাঙ্গো
নাত্মানমস্মরদসাবিতি মুক্তলিঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥

ভক্তিম্—ভগবদ্ভক্তি; **হরৌ**—শ্রীহরিকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রবহন্**—নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **অজস্রম্**—সর্বদা; **আনন্দ**—আনন্দময়; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুধারার দ্বারা; **মুহুঃ**—বারংবার; **অর্দ্যমানঃ**—অভিভূত হয়ে; **বিক্লিদ্যমান**—দ্রবীভূত; **হৃদয়ঃ**—হৃদয়; **পুলক**—রোমাঞ্চ; **আচিত**—আচ্ছাদিত; **অঙ্গঃ**—তাঁর শরীর; **ন**—না; **আত্মানম্**—দেহ; **অস্মরৎ**—স্মরণ করেছিলেন; **অসৌ**—তিনি; **ইতি**—এইভাবে; **মুক্ত-লিঙ্গঃ**—সূক্ষ্ম দেহ থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

চিন্ময় আনন্দে অভিভূত হওয়ার ফলে, তাঁর নয়ন-যুগল থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল, এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হয়ে উঠল। এইভাবে ভগবদ্ভক্তিতে সমাধিস্থ হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজ তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হলেন, এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ জড় দেহের বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন ইত্যাদি নবধা ভক্তির দ্বারা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে, ভক্তের শরীরে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকট হয়। এই আট প্রকার শারীরিক

ভাব, যা থেকে বোঝা যায় যে, ভক্ত তাঁর অন্তরে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন, তাদের বলা হয় অষ্ট-সাত্ত্বিক-বিকার। ভক্ত যখন সর্বতোভাবে তাঁর জড় দেহের অস্তিত্ব বিস্মৃত হন, তখন বুঝতে হবে যে, তিনি মুক্ত হয়ে গেছেন। তিনি আর শরীরের মধ্যে আবদ্ধ নন। সেই সম্পর্কে ঝুনো নারকেলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, যার ভেতরের শাঁসটি বাইরের খোল থেকে আলাদা হয়ে গেছে। নারকেলটি নাড়ালে তখন বোঝা যায় যে, তার ভেতরে শাঁসটি আর বাইরের আবরণের সঙ্গে যুক্ত নেই। তেমনই কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে মগ্ন হন, তখন তিনি সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের জড় আবরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যান। নিরন্তর ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠান করার ফলে ধ্রুব মহারাজ বাস্তবিকই এই স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁকে পূর্বেই মহাভাগবত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের শুদ্ধ ভক্ত না হলে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয় না। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকট ছিল। হরিদাস ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গেও এই সমস্ত লক্ষণ প্রকট ছিল, এবং বহু শুদ্ধ ভক্তের শ্রীঅঙ্গে এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রদর্শিত হয়েছিল। এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার অনুকরণীয় নয়, কিন্তু কেউ যখন সত্যি সত্যি ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করেন, তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। তখন বুঝতে হবে যে, সেই ভক্ত জড় বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ভগবদ্ভক্তির শুরু থেকেই অবশ্য মুক্তির পথের দ্বার খুলে যায়, ঠিক যেমন গাছ থেকে পেড়ে নেওয়ার পরেই নারকেলটি শুকাতে থাকে, তবে খোল থেকে শাঁস আলাদা হতে কিছু সময় লাগে।

এই শ্লোকে *মুক্ত-লিঙ্গঃ* শব্দটি মহত্ত্বপূর্ণ। লিঙ্গ মানে হচ্ছে 'সূক্ষ্ম দেহ'। যখন কারও মৃত্যু হয়, তখন সে তার স্থূল দেহটি ত্যাগ করে, কিন্তু মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সমন্বিত সূক্ষ্ম দেহটি তাকে তার পরবর্তী শরীরে বহন করে নিয়ে যায়। বর্তমান শরীরে অবস্থান করার সময়ও সেই সূক্ষ্ম দেহ তার মানসিক বিকাশের দ্বারা তাকে জীবনের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে নিয়ে যায় (যেমন শৈবব থেকে কৈশোরে)। একটি শিশুর মানসিক অবস্থা একটি বালকের থেকে ভিন্ন, একটি বালকের মানসিক অবস্থা একজন যুবক থেকে ভিন্ন এবং একজন যুবকের মানসিক অবস্থা একজন বৃদ্ধের থেকে ভিন্ন। তেমনই, মৃত্যুর সময় দেহান্তর হয় সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা; মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আত্মাকে একটি স্থূল শরীর থেকে অন্য আর একটি স্থূল শরীরে নিয়ে যায়। তাকে বলা হয় আত্মার দেহান্তর। কিন্তু আর একটি স্তর রয়েছে, যখন আত্মা সূক্ষ্ম দেহ থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। তখন জীব চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্য হন এবং পূর্ণরূপে প্রস্তুত হন।

শ্রীধ্রুব মহারাজের শারীরিক লক্ষণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য পূর্ণরূপে যোগ্য হয়েছিলেন। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে সূক্ষ্ম এবং স্থূল শরীরের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন তার স্থূল শরীরটি বিছানায় শায়িত অবস্থায় থাকলেও সূক্ষ্ম শরীর আত্মাকে অন্য আর একটি পরিবেশে নিয়ে যায়। কিন্তু স্থূল দেহের আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়ার ফলে, সূক্ষ্ম দেহ পুনরায় বর্তমান স্থূল দেহটিতে ফিরে আসে। অতএব জীবকে সূক্ষ্ম দেহ থেকে মুক্ত হতে হয়। এই মুক্তিকে বলা হয় *মুক্ত-লিঙ্গ* ।

শ্লোক ১৯

স দদর্শ বিমানাগ্র্যং নভসোঽবতরদ্ ধ্রুবঃ ।
বিভ্রাজয়দ্দশ দিশো রাকাপতিমিবোদিতম্ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **বিমান**—একটি বিমান; **অগ্র্যম্**—অত্যন্ত সুন্দর; **নভসঃ**—আকাশ থেকে; **অবতরৎ**—অবতরণ করে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **বিভ্রাজয়ৎ**—আলোকিত করে; **দশ**—দশ; **দিশঃ**—দিক; **রাকা-পতিম্**—পূর্ণচন্দ্র; **ইব**—সদৃশ; **উদিতম্**—গোচরীভূত।

অনুবাদ

মুক্তির সেই লক্ষণগুলি প্রকট হওয়া মাত্র, তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি সুন্দর বিমান দশদিক আলোকিত করে আকাশ থেকে অবতরণ করছে, যেন পূর্ণচন্দ্র আকাশ থেকে নীচে নেমে আসছে।

তাৎপর্য

জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে—প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, অধোক্ষজ জ্ঞান, এবং চরমে অপ্রাকৃত জ্ঞান। কেউ যখন অবরোহ পন্থায় জ্ঞান অর্জনের স্তর অতিক্রম করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি দিব্য জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হন। ধ্রুব মহারাজ দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য জ্ঞানের স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি পূর্ণচন্দ্রের মতো উজ্জ্বল এক দিব্য বিমান দর্শন করেছিলেন। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ জ্ঞানের স্তরে এই প্রকার দর্শন সম্ভব নয়। এই প্রকার জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ কৃপার প্রদর্শন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন করার ফলে, জ্ঞানের এই স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২০

তত্রানু দেবপ্রবরৌ চতুর্ভুজৌ
শ্যামৌ কিশোরাবরুণাম্বুজেক্ষণৌ ।
স্থিতাববষ্টভ্য গদাং সুবাসসৌ
কিরীটহারাঙ্গদচারুকুণ্ডলৌ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেখানে; **অনু**—তখন; **দেব-প্রবরৌ**—দুইজন অতি সুন্দর দেবতা; **চতুঃ-ভুজৌ**—চারটি বাহুসমন্বিত; **শ্যামৌ**—শ্যামবর্ণ; **কিশোরৌ**—কিশোর; **অরুণ**—রক্তাভ; **অম্বুজ**—পদ্মফুল; **ঈক্ষণৌ**—নয়ন-সমন্বিত; **স্থিতৌ**—অবস্থিত; **অবষ্টভ্য**—ধারণ করে; **গদাম্**—গদা; **সুবাসসৌ**—সুন্দর বসন পরিহিত; **কিরীট**—মুকুট; **হার**—কণ্ঠহার; **অঙ্গদ**—বালা; **চারু**—সুন্দর; **কুণ্ডলৌ**—কর্ণকুণ্ডল।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানে দুইজন অতি সুন্দর বিষ্ণুপার্ষদদের দেখতে পেলেন। তাঁরা চতুর্ভুজ এবং তাঁদের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, তাঁরা কিশোর বয়স্ক, এবং তাঁদের নয়ন কমলের মতো অরুণবর্ণ। তাঁদের হাতে গদা ছিল, এবং তাঁদের পরিধানে ছিল অত্যন্ত সুন্দর বসন এবং মাথায় ছিল মুকুট, আর তাঁরা হার, অঙ্গদ, কুণ্ডল ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত ছিলেন।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠবাসীদের রূপ ঠিক ভগবান বিষ্ণুর মতো, এবং তাঁদেরও চার হাতে তাঁরা গদা, শঙ্খ, পদ্ম এবং চক্র ধারণ করেন। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন চতুর্ভুজ এবং অত্যন্ত সুন্দর বসন পরিহিত; তাঁদের দেহের সৌন্দর্যের বর্ণনা ঠিক বিষ্ণুর মতো। সেই বিমানে যে দুইজন অসাধারণ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সরাসরিভাবে বিষ্ণুলোক থেকে এসেছিলেন।

শ্লোক ২১

বিজ্ঞায় তাবুত্তমগায়কিঙ্করা-
বভ্যুত্থিতঃ সাধ্বসবিস্মৃতক্রমঃ ।
ননাম নামানি গৃণন্মধুদ্বিষঃ
পার্ষৎপ্রধানাবিতি সংহতাঞ্জলিঃ ॥ ২১ ॥

বিজ্ঞায়—জানতে পেরে; **তৌ**—তাঁদের; **উত্তম-গায়**—উত্তম যশ শ্রীবিষ্ণুর; **কিঙ্করৌ**—দুইজন সেবক; **অভ্যুত্থিতঃ**—উঠে দাঁড়িয়েছিলেন; **সাধ্বস**—কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে; **বিস্মৃত**—ভুলে গিয়ে; **ক্রমঃ**—যথাযথ আচরণ; **ননাম**—প্রণাম করেছিলেন; **নামানি**—নামের; **গৃণন্**—উচ্চারণ করে; **মধু-দ্বিষঃ**—ভগবানের (মধুর শত্রু); **পার্ষৎ**—পার্ষদ; **প্রধানৌ**—শ্রেষ্ঠ; **ইতি**—এইভাবে; **সংহত**—শ্রদ্ধা সহকারে যুক্ত করেছিলেন; **অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে।

অনুবাদ

সেই অসাধারণ ব্যক্তিদের ভগবানের পার্ষদ বলে চিনতে পেরে, ধ্রুব মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ার ফলে, তিনি যে কিভাবে তাঁদের স্বাগত জানাবেন তা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি কেবল করজোড়ে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করে, ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা উচ্চারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের পবিত্র নামকীর্তন সর্ব অবস্থাতেই সর্বোত্তম। ধ্রুব মহারাজ যখন চতুর্ভুজ এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত বিষ্ণুদূতদের দেখেছিলেন, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা কে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য তিনি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কেবল ভগবানের পবিত্র নামসমন্বিত হরেকৃষ্ণ মন্ত্র উচ্চারণ করে, তিনি সহসা তাঁর সম্মুখে আগত সেই অসাধারণ অতিথিদের প্রসন্নতা বিধান করতে পেরেছিলেন। ভগবানের নামকীর্তন সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণু অথবা তাঁর পার্ষদদের প্রসন্নতা বিধান কিভাবে করতে হয় তা না জানলেও, কেবল ঐকান্তিকভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করলে, সব কিছুই আদর্শরূপে সম্পন্ন হয়। তাই বিপদে অথবা আনন্দে, ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন। তিনি যখন বিপদে পড়েন, তখন ভগবানের এই নাম কীর্তন করার ফলে, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করেন, এবং যখন তিনি ভগবানকে অথবা তাঁর পার্ষদদের প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন, তখনও তিনি এই মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, তাঁদের প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের পরম প্রকৃতি। সঙ্কটে অথবা আনন্দে, উভয় অবস্থাতেই নির্বিঘ্নে তা কীর্তন করা যায়।

শ্লোক ২২

তং কৃষ্ণপাদাভিনিবিষ্টচেতসং
বদ্ধাঞ্জলিং প্রশ্রয়নম্রকন্ধরম্ ।
সুনন্দনন্দাবুপসৃত্য সস্মিতং
প্রত্যূচতুঃ পুষ্করনাভসম্মতৌ ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁকে; **কৃষ্ণ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **পাদ**—শ্রীপাদপদ্ম; **অভিনিবিষ্ট**—মগ্ন হয়ে; **চেতসম্**—যাঁর হৃদয়; **রদ্ধ-অঞ্জলিম্**—হাতজোড় করে; **প্রশ্রয়**—অত্যন্ত বিনীতভাবে; **নম্র**—অবনত; **কন্ধরম্**—যাঁর গলা; **সুনন্দ**—সুনন্দ; **নন্দৌ**—এবং নন্দ; **উপসৃত্য**—কাছে এসে; **স-স্মিতম্**—সহাস্য বদনে; **প্রত্যূচতুঃ**—সম্বোধন করেছিলেন; **পুষ্কর-নাভ**—পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর; **সম্মতৌ**—অন্তরঙ্গ সেবক।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণময় ছিল। যখন নন্দ এবং সুনন্দ নামক ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ সহাস্য বদনে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে, বিনীতভাবে তাঁর মস্তক অবনত করেছিলেন। তাঁরা তখন তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পুষ্করনাভ-সম্মতৌ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণ বা বিষ্ণু তাঁর কমল-সদৃশ নয়ন, কমল-সদৃশ নাভি, কমল-সদৃশ পদ এবং কমল-সদৃশ হস্তের জন্য বিখ্যাত। এখানে তাঁকে *পুষ্কর-নাভ* বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'ভগবানের নাভি কমলের মতো,' এবং *সম্মতৌ* মানে হচ্ছে 'দুইজন অতি বিশ্বস্ত সেবক।' জড়-জাগতিক জীবনের সঙ্গে পারমার্থিক জীবনের পার্থক্য হচ্ছে, একটি জীবন ভগবানের অবাধ্যতার জীবন এবং অন্যটি ভগবানের ইচ্ছার আনুগত্যের জীবন। সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তাদের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই ভগবানের আদেশ পালন করা; সেটিই হচ্ছে পূর্ণ একাত্মতা।

বৈকুণ্ঠলোকে সমস্ত জীবই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একাত্ম, কারণ তাঁরা কখনও ভগবানের আদেশ অমান্য করেন না। কিন্তু এই জড় জগতে তারা *সম্মত* নয়, পক্ষান্তরে তারা সর্বদাই *অসম্মত* । মনুষ্য-জীবন হচ্ছে ভগবানের আদেশের

সম্মত হওয়ার শিক্ষা লাভ করার একটি সুযোগ। সমাজে সেই শিক্ষা প্রদান করাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির নিয়ম অত্যন্ত কঠোর; প্রকৃতির সেই কঠোর নিয়ম কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হন, এবং তাঁর আদেশ পালনে সম্মত হন, তখন তিনি অনায়াসে সেই কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারেন। ধ্রুব মহারাজের এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের প্রতি সম্মত হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, সকলের পক্ষেই তা সম্ভব। ভগবদ্ভক্তিতে যিনি ঐকান্তিকভাবে যুক্ত, তিনি যথা সময়ে, মনুষ্য-জীবনের এই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

শ্লোক ২৩

সুনন্দনন্দাবূচতুঃ
ভো ভো রাজন্ সুভদ্রং তে বাচং নোঽবহিতঃ শৃণু ।
যঃ পঞ্চবর্ষস্তপসা ভবান্দেবমতীতৃপৎ ॥ ২৩ ॥

সুনন্দ-নন্দৌ ঊচতুঃ—সুনন্দ এবং নন্দ বললেন; **ভোঃ ভোঃ রাজন্**—হে রাজন্; **সু-ভদ্রম্**—কল্যাণ হোক; **তে**—আপনার; **বাচম্**—বাণী; **নঃ**—আমাদের; **অবহিতঃ**—মনোযোগ সহকারে; **শৃণু**—শ্রবণ করুন; **যঃ**—যিনি; **পঞ্চ-বর্ষ**—পাঁচ বছর বয়সে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অতীতৃপৎ**—অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবানের দুই অন্তরঙ্গ পার্ষদ নন্দ এবং সুনন্দ বললেন—হে রাজন! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা যা বলব তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। আপনি যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছিলেন, তখন আপনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবানকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, তা সকলের পক্ষে সম্ভব। যে-কোন পাঁচ বছর বয়সের শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, এবং কৃষ্ণভাবনার উপলব্ধির

দ্বারা অচিরেই তার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবী জুড়ে সেই শিক্ষার অভাব। শিশুদের পাঁচ বছর বয়স থেকেই সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের নেতাদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। পাঁচ বছর বয়স থেকে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া শুরু করা যেতে পারে। তার ফলে সেই শিশুরা হিপ্পী হবে না বা সমাজের অবাঞ্ছিত হবে না; পক্ষান্তরে, তারা সকলে ভগবানের ভক্ত হবে। তার ফলে আপনা থেকেই পৃথিবীর রূপ বদলে যাবে।

শ্লোক ২৪

তস্যাখিলজগদ্ধাতুরাবাং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ ।
পার্ষদাবিহ সম্প্রাপ্তৌ নেতুং ত্বাং ভগবৎপদম্ ॥ ২৪ ॥

তস্য—তাঁর; **অখিল**—সমগ্র; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ড; **ধাতুঃ**—স্রষ্টা; **আবাম্**—আমরা; **দেবস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শার্ঙ্গিণঃ**—যিনি শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণ করেন; **পার্ষদৌ**—পার্ষদ; **ইহ**—এখন; **সম্প্রাপ্তৌ**—নিকটে এসেছি; **নেতুম্**—নিয়ে যাওয়ার জন্য; **ত্বাম্**—আপনি; **ভগবৎ-পদম্**—ভগবানের কাছে।

অনুবাদ

আমরা সমগ্র জগতের স্রষ্টা শার্ঙ্গ নামক ধনুক ধারণকারী ভগবানের প্রতিনিধি। আপনাকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়ে, আমরা এখানে এসেছি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, কেবল তাঁর চিন্ময় লীলা (এই জড় জগতেই হোক অথবা চিন্ময় জগতেই হোক) অবগত হওয়ার ফলে, কেউ যখন জানতে পারেন, তিনি কে, তিনি কিভাবে আবির্ভূত হন এবং কিভাবে তিনি তাঁর কার্য করেন, তখন তিনি অচিরেই চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি ধ্রুব মহারাজের ক্ষেত্রে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ধ্রুব মহারাজ সারা জীবন তপশ্চর্যার দ্বারা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ভগবানকে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। এখন, তার ফলে ভগবানের দুইজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের সমভিব্যাহারে চিৎ-জগতে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেন।

শ্লোক ২৫

সুদুর্জয়ং বিষ্ণুপদং জিতং ত্বয়া
যৎসূরয়োঽপ্রাপ্য বিচক্ষতে পরম্ ।
আতিষ্ঠ তচ্চন্দ্রদিবাকরাদয়ো
গ্রহর্ক্ষতারাঃ পরিযন্তি দক্ষিণম্ ॥ ২৫ ॥

সুদুর্জয়ম্—যা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; **বিষ্ণু-পদম্**—বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোক; **জিতম্**—বিজিত হয়েছে; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **যৎ**—যা; **সূরয়ঃ**—বড় বড় দেবতারা; **অপ্রাপ্য**—লাভ করতে না পেরে; **বিচক্ষতে**—কেবল দেখে; **পরম্**—পরম; **আতিষ্ঠ**—দয়া করে আসুন; **তৎ**—সেই; **চন্দ্র**—চন্দ্র; **দিব-আকর**—সূর্য; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **গ্রহ**—নবগ্রহ (বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো); **ঋক্ষ-তারাঃ**—নক্ষত্র; **পরিযন্তি**—পরিক্রমা করে; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ দিকে রেখে।

অনুবাদ

এই বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আপনার তপস্যার দ্বারা আপনি তা জয় করেছেন। মহান ঋষিগণ এবং দেবতাগণও সেই পদ প্রাপ্ত হন না। সেই পরম ধাম (বিষ্ণুলোক) কেবল দর্শন করার জন্য সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র ঐ স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে। আপনি আসুন, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

তাৎপর্য

এই জড় জগতেও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং মনোধর্মী জ্ঞানীরা চিদাকাশে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা কখনও সেখানে যেতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত কেবল চিৎ-জগৎ সম্বন্ধে অবগতই হন না, তিনি বাস্তবিকপক্ষে সেখানে নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন যাপন করেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই শক্তিশালী যে, এই জীবন অবলম্বন করার ফলে এবং ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার ফলে, যে-কোন ব্যক্তি অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। এখানে তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা চন্দ্রলোকে গিয়ে সেখানে বাস করতে না পারার ফলে নিরাশ হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে অন্যান্য গ্রহে ভ্রমণ করে চরমে ভগবদ্ধামে

ফিরে যান। ভগবদ্ভক্তদের অন্য কোন গ্রহ দর্শন করার আগ্রহ থাকে না, কিন্তু ভগবদ্ধামে যাওয়ার সময় তাঁরা সেই সমস্ত লোকগুলি দর্শন করেন, ঠিক যেমন ট্রেনে চড়ে দূর দেশে যাওয়ার সময় ছোট ছোট স্টেশনগুলি চোখে পড়ে।

শ্লোক ২৬

অনাস্থিতং তে পিতৃভিরন্যৈরপ্যঙ্গ কর্হিচিৎ ।
আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ২৬ ॥

অনাস্থিতম্—যা কখনও প্রাপ্ত হয়নি; **তে**—আপনার; **পিতৃভিঃ**—পূর্বপুরুষদের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **অঙ্গ**—হে ধ্রুব; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়; **আতিষ্ঠ**—দয়া করে সেখানে এসে বাস করুন; **জগতাম্**—ব্রহ্মাণ্ডবাসীদের দ্বারা; **বন্দ্যম্**—পূজ্য; **তৎ**—তা; **বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর; **পরমম্**—পরম; **পদম্**—স্থান।

অনুবাদ

হে মহারাজ ধ্রুব! আপনার পূর্বপুরুষেরা অথবা অন্য কেউ সেই চিন্ময় লোক কখনও প্রাপ্ত হননি। সেই স্থান বিষ্ণুলোক নামে পরিচিত সর্বোচ্চ পদ, যেখানে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বাস করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের অধিবাসীদের দ্বারা তা পূজিত হয়। দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন এবং সেখানে নিত্যকাল বাস করুন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ যখন তপস্যা করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রপিতামহেরও স্বপ্নের অতীত পদ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন উত্তানপাদ, তাঁর পিতামহ ছিলেন মনু, এবং তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন ব্রহ্মা। সুতরাং ধ্রুব মহারাজ এমন একটি রাজ্য চেয়েছিলেন, যা ব্রহ্মার পদেরও ঊর্ধ্বে, এবং তিনি নারদ মুনিকে অনুরোধ করেছিলেন, সেই পদ প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ তাঁকে দিতে। বিষ্ণুপার্ষদেরা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেই বিষ্ণুলোক, যেখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণু বাস করেন, তা কেবল তাঁর পূর্বপুরুষেরাই নন, এই ব্রহ্মাণ্ডের কেউই লাভ করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে এই জড় জগতে সকলেই হয় কর্মী, নয় জ্ঞানী অথবা যোগী; শুদ্ধ ভক্ত প্রায় নেই বললেই চলে। বিষ্ণুলোক নামক চিন্ময় ধাম বিশেষ করে ভক্তদের জন্যই; কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীদের জন্য নয়। মহান ঋষি এবং দেবতারা ব্রহ্মলোকেও প্রায় যেতে পারে না, এবং *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ

করা হয়েছে যে, ব্রহ্মলোক শাশ্বত স্থান নয়। ব্রহ্মার আয়ু এত দীর্ঘ যে, তাঁর জীবনের একদিনেরও আয়ু হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন, তবুও অন্য সমস্ত লোকের অধিবাসীদের মতো ব্রহ্মারও মৃত্যু হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৮/১৬) বলা হয়েছে, *আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন*—যাঁরা বিষ্ণুলোকে যান, তাঁরা ছাড়া সকলেরই জীবন জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অধীন। ভগবান বলেছেন, *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম*—"আমার সেই পরম ধামে একবার গেলে, সেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৫/৬) ধ্রুব মহারাজকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, "আপনি আমাদের সঙ্গে সেই লোকে যাচ্ছেন, যেখান থেকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না।" জড় বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকে যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না, কারণ সেই লোক তাদের কল্পনারও অতীত। জড়-জাগতিক হিসাবে, কেউ যদি আলোকের গতিতেও ভ্রমণ করে, তা হলে সর্বোচ্চ লোকে পৌঁছাতে তার চল্লিশ হাজার আলোকবর্ষ লাগবে। যান্ত্রিক উপায়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা, যা ধ্রুব মহারাজ অনুষ্ঠান করেছিলেন, কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রহলোকগুলিতেই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত বিষ্ণুলোকে যাওয়া যায়। *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* (Easy Journey to Other Planets) নামক একটি পুস্তিকায় আমরা তার রূপরেখা প্রস্তুত করেছি।

শ্লোক ২৭

এতদ্বিমানপ্রবরমুত্তমশ্লোকমৌলিনা ।
উপস্থাপিতমায়ুষ্মন্নধিরোঢ়ুং ত্বমর্হসি ॥ ২৭ ॥

এতৎ—এই; **বিমান**—বিমান; **প্রবরম্**—অদ্বিতীয়; **উত্তমশ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান; **মৌলিনা**—সমস্ত জীবের শিরোমণি; **উপস্থাপিতম্**—পাঠিয়েছেন; **আয়ুষ্মন্**—হে অমর; **অধিরোঢ়ুম্**—আরোহণ করার জন্য; **ত্বম্**—আপনি; **অর্হসি**—যোগ্য।

অনুবাদ

হে অমর! এই অদ্বিতীয় বিমানটি ভগবান পাঠিয়েছেন, যাঁর স্তুতি উত্তমশ্লোকের দ্বারা করা হয় এবং যিনি সমস্ত জীবাত্মাদের শিরোমণি। আপনি এই বিমানে আরোহণের সম্পূর্ণ যোগ্য।

তাৎপর্য

জ্যোতির্গণনা অনুসারে, ধ্রুবনক্ষত্রের সঙ্গে শিশুমার নামক আর একটি নক্ষত্র রয়েছে, যেখানে এই জড় জগতের পালনকর্তা শ্রীবিষ্ণু বাস করেন। শিশুমার অথবা ধ্রুবলোকে বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেউ যেতে পারে না, যা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হবে। বিষ্ণু-পার্ষদেরা সেই বিশেষ বিমানটি ধ্রুব মহারাজের জন্য এনেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, সেই বিমানটি ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিশেষভাবে তাঁর জন্য পাঠিয়েছিলেন।

বৈকুণ্ঠ-বিমান কোন যন্ত্রের দ্বারা চালিত হয় না। অন্তরীক্ষে বিচরণ করার তিনটি উপায় রয়েছে। তার একটি সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান রয়েছে। তাকে বলা হয় *ক-পোত-বায়ু* । ক মানে 'অন্তরীক্ষ' এবং *পোত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যান'। দ্বিতীয়টিও হচ্ছে *কপোত-বায়ু* । *কপোত* মানে হচ্ছে 'পারাবত'। কপোতকে শিক্ষা দান করে অন্তরীক্ষে যাওয়া যায়। তৃতীয় পন্থাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাকে বলা হয় *আকাশ-পতন* । আকাশ-পতন পদ্ধতিটিও ভৌতিক। ঠিক যেমন মন কোন রকম যান্ত্রিক আয়োজন ব্যতীতই যে-কোন স্থানে উড়ে যেতে পারে। এই আকাশ-পতন পদ্ধতির ঊর্ধ্বে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ পদ্ধতি, যা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়। ধ্রুব মহারাজকে শিশুমারলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীবিষ্ণু যে বিমানটি পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় বিমান। জড় বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রকার যান দেখতে পায় না এবং তা যে কি করে আকাশে ওড়ে, তা কল্পনাও করতে পারে না। জড় বৈজ্ঞানিকদের চিদাকাশ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই, যদিও *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে *(পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যঃ)* ।

শ্লোক ২৮

মৈত্রেয় উবাচ

নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যয়ো-
র্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ ।
কৃতাভিষেকঃ কৃতনিত্যমঙ্গলো
মুনীন্ প্রণম্যাশিষমভ্যবাদয়ৎ ॥ ২৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবানের; **নিযোজ্য**—পার্ষদদের; **মুখ্যয়োঃ**—প্রধান; **মধু-চ্যুতম্**—মধুস্রাব; **বাচম্**—বাণী;

উরুক্রম-প্রিয়ঃ—ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ধ্রুব মহারাজ; **কৃত-অভিষেকঃ**—পুণ্যস্নান করে; **কৃত**—অনুষ্ঠান করে; **নিত্য-মঙ্গলঃ**—তাঁর দৈনন্দিন মঙ্গলজনক কর্তব্যসমূহ; **মুনীন্**—মুনিদের; **প্রণম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **আশিষম্**—আশীর্বাদ; **অভ্যবাদয়ৎ**—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—ধ্রুব মহারাজ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। বৈকুণ্ঠলোকের মুখ্য ভগবৎ পার্ষদদের সুমধুর বাণী শ্রবণ করে তিনি পুণ্য স্নান সমাপন করলেন, এবং উপযুক্ত আভরণে ভূষিত হয়ে, তাঁর নিত্য মাঙ্গলিক কৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন। তার পর সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহর্ষিদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ এই জড় জগৎ ত্যাগ করে যাওয়ার সময়েও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে কত নিষ্ঠাবান ছিলেন তা দর্শনীয়। ভক্তিবিষয়ক কর্তব্য সম্পাদনে তিনি সর্বদা সতর্ক ছিলেন। প্রত্যেক ভক্তেরই কর্তব্য খুব সকালে উঠে স্নান করা এবং তিলকের দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করা। কলিযুগে মানুষের পক্ষে স্বর্ণ এবং রত্নালঙ্কার সংগ্রহ করা প্রায় সম্ভব নয় বললেই চলে, কিন্তু শরীরের দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করা দেহ পবিত্র করার পর্যাপ্ত শুভ অলঙ্করণ। ধ্রুব মহারাজ সেই সময়ে বদরিকাশ্রমে ছিলেন, সেখানে আরও অন্যান্য অনেক মহর্ষিরাও ছিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রেরিত বিমান যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই কারণে তিনি গর্বিত হননি; একজন বিনীত বৈষ্ণবরূপে, ভগবানের মুখ্য বৈকুণ্ঠপার্ষদ কর্তৃক আনীত সেই বিমানে আরোহণ করার পূর্বে, তিনি সমস্ত ঋষিদের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ ।
ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্ ॥ ২৯ ॥

পরীত্য—প্রদক্ষিণ করে; **অভ্যর্চ্য**—পূজা করে; **ধিষ্ণ্য-অগ্র্যম্**—দিব্য বিমান; **পার্ষদৌ**—দুইজন ভগবৎ পার্ষদকে; **অভিবন্দ্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **চ**—ও; **ইয়েষ**—তিনি প্রযত্ন করেছিলেন; **তৎ**—সেই বিমান; **অধিষ্ঠাতুম্**—আরোহণ করতে; **বিভ্রৎ**—দেদীপ্যমান; **রূপম্**—তাঁর স্বরূপ; **হিরণ্ময়ম্**—স্বর্ণময়।

অনুবাদ

বিমানে আরোহণ করবার পূর্বে, ধ্রুব মহারাজ সেই বিমানটিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, এবং বিষ্ণু পার্ষদদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তখন তাঁর রূপ তপ্ত-কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তিনি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ধামে বিমান, ভগবৎ পার্ষদ এবং ভগবান স্বয়ং সকলেই চিন্ময়। সেখানে কোন জড় কলুষ নেই। গুণগতভাবে সেখানে সব কিছুই এক। ভগবান বিষ্ণু যেমন পূজ্য, তাঁর পার্ষদ, তাঁর সামগ্রী, তাঁর বিমান, তাঁর ধাম, সব কিছুই পূজ্য, কারণ বিষ্ণুর যা কিছু তা বিষ্ণুরই মতো। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণবরূপে ধ্রুব মহারাজ সেই কথা ভালভাবেই জানতেন, এবং তিনি বিমানে আরোহণ করার পূর্বে, সেই বিমানকে এবং ভগবানের পার্ষদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তাই তা তপ্ত-কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এইভাবে তিনিও বিষ্ণুলোকের অন্যান্য সামগ্রীর মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

মায়াবাদীরা কল্পনা করতে পারে না, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কিভাবে এই একত্ব সম্ভব। তাদের একত্বের ধারণায় কোন বৈচিত্র্য নেই। তাই তারা নির্বিশেষবাদী হয়ে গেছে। শিশুমার, বিষ্ণুলোক অথবা ধ্রুবলোক যেমন এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তেমনই এই জগতে বিষ্ণুমন্দিরও এই জড় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মন্দিরে যাওয়া মাত্রই আমাদের খুব ভালভাবে জানতে হবে যে, আমরা জড় জগৎ থেকে ভিন্ন স্থানে রয়েছি। মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু, তাঁর সিংহাসন, তাঁর কক্ষ এবং মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য সমস্ত বস্তু, সবই চিন্ময়। সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই বলা হয় যে, বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাস করা রাজসিক, আর বেশ্যালয়, শুঁড়িখানা অথবা কসাইখানায় বাস করা হচ্ছে তামসিক; কিন্তু মন্দিরে বাস করার অর্থ হচ্ছে বৈকুণ্ঠলোকে বাস করা। মন্দিরের প্রতিটি বস্তু বিষ্ণু বা কৃষ্ণেরই মতো পূজনীয়।

শ্লোক ৩০

তদোত্তানপদঃ পুত্রো দদর্শান্তকমাগতম্ ।
মৃত্যোর্মূর্ধ্নি পদং দত্ত্বা আরুরোহাদ্ভুতং গৃহম্ ॥ ৩০ ॥

তদা—তার পর; **উত্তানপদঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **দদর্শ**—দেখলেন; **অন্তকম্**—মূর্তিমান মৃত্যু; **আগতম্**—তাঁর কাছে এসেছে; **মৃত্যোঃ মূর্ধ্নি**—মৃত্যুর মস্তকে; **পদম্**—পা; **দত্ত্বা**—স্থাপন করে; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **গৃহম্**—একটি বিশাল গৃহসদৃশ বিমানটিতে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ যখন সেই চিন্ময় বিমানটিতে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, মূর্তিমান মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে একেবারে গ্রাহ্য না করে, তিনি তার মস্তকে পা রেখে, সেই বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যা ছিল একটি বিশাল গৃহের মতো।

তাৎপর্য

একজন ভক্তের দেহত্যাগ এবং একজন অভক্তের দেহত্যাগকে এক বলে মনে করা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ধ্রুব মহারাজ যখন সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, মূর্তিমান মৃত্যু তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু তাকে দেখে তিনি মোটেই ভয় পাননি। মৃত্যুও তাঁকে কোন রকম কষ্ট দেয়নি। পক্ষান্তরে ধ্রুব মহারাজ মৃত্যুর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, তার মস্তকে পদার্পণ করেছিলেন। অল্পজ্ঞ মানুষেরা ভক্তের মৃত্যু এবং অভক্তের মৃত্যুর যে কি পার্থক্য তা জানে না। এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যায়—একটি বিড়াল তার শাবকদের মুখে করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায়, আবার সেই মুখ দিয়ে সে একটি ইঁদুরকেও ধরে। আপাতদৃষ্টিতে, বিড়ালের ইঁদুর ধরা আর তার শাবকদের ধরা একই রকম বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বিড়াল যখন তার মুখে ইঁদুর ধরে, তার অর্থ হচ্ছে ইঁদুরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে যখন তার শাবকদের ধরে, তার ফলে শাবকদের আনন্দ হয়। ধ্রুব মহারাজ যখন বিমানে আরোহণ করেছিলেন, তখন তিনি মূর্তিমান মৃত্যুর আগমনের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন, যে এসেছিল তাঁকে প্রণতি নিবেদন করার জন্য। মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করে তিনি সেই অতুলনীয় বিমানটিতে আরোহণ করেছিলেন, যাকে এখানে একটি বিশাল গৃহের মতো *(গৃহম্)* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই রকম বহু দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* রয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে যে, কর্দম মুনি তাঁর পত্নী দেবহূতিকে নিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করার জন্য একটি বিমান

সৃষ্টি করেছিলেন, যেটি ছিল একটি বিশাল নগরীর মতো এবং বহু প্রাসাদ, সরোবর ও উদ্যান সমন্বিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বড় বড় বিমান তৈরি করেছে, কিন্তু তাতে ঠাসাঠাসি করে যাত্রীদের নেওয়া হয়, যার ফলে সেই বিমানে চড়ার সময় যাত্রীরা নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করে।

জড় বৈজ্ঞানিকেরা একটি জড় বিমানও ঠিকমতো তৈরি করতে পারেনি। কর্দম মুনি যে বিমান ব্যবহার করেছিলেন অথবা বিষ্ণুলোক থেকে যে বিমান এসেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করতে হলে, তাদের এমন একটি বিমান তৈরি করতে হবে, যা একটি বড় শহরের মতো সরোবর, উদ্যান, ময়দান ইত্যাদি জীবনের সমস্ত সুবিধা-সমন্বিত। তাদের সেই বিমানটিকে অন্তরীক্ষে বিচরণে সক্ষম হতে হবে, এবং অন্য সমস্ত লোকে যেতে সক্ষম হতে হবে। তারা যদি এই রকম একটি বিমান তৈরি করতে পারে, তা হলে তাদের অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করার জন্য ইন্ধন নিতে অন্তরীক্ষ স্টেশনের প্রয়োজন হবে না। সেই বিমানে অন্তহীন ইন্ধন থাকবে অথবা বিষ্ণুলোক থেকে আগত বিমানের মতো ইন্ধন ছাড়াই উড়তে পারবে।

শ্লোক ৩১

তদা দুন্দুভয়ো নেদুর্মৃদঙ্গপণবাদয়ঃ ।
গন্ধর্বমুখ্যাঃ প্রজগুঃ পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তদা—সেই সময়; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভিঃ; **নেদুঃ**—বাজতে লাগল; **মৃদঙ্গ**—মৃদঙ্গ; **পণব**—পণব; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **গন্ধর্ব-মুখ্যাঃ**—গন্ধর্ব প্রধানেরা; **প্রজগুঃ**—গেয়েছিল; **পেতুঃ**—বর্ষণ করেছিল; **কুসুম**—ফুল; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টির মতো।

অনুবাদ

তখন আকাশে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও পণব বাজতে শুরু করেছিল, মুখ্য গন্ধর্বেরা গান গাইতে শুরু করেছিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা ধ্রুব মহারাজের উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৩২

স চ স্বর্লোকমারোক্ষ্যন্ সুনীতিং জননীং ধ্রুবঃ ।
অন্বস্মরদগং হিত্বা দীনাং যাস্যে ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ৩২ ॥

সঃ—তিনি; **চ**—ও; **স্বঃ-লোকম্**—স্বর্গলোকে; **আরোক্ষ্যন্**—আরোহণ করার সময়; **সুনীতিম্**—সুনীতি; **জননীম্**—মাতাকে; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **অন্বস্মরৎ**—তৎক্ষণাৎ স্মরণ করেছিলেন; **অগম্**—লাভ করা কঠিন; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **দীনাম্**—দরিদ্র; **যাস্যে**—আমি যাব; **ত্রি-বিষ্টপম্**—বৈকুণ্ঠলোকে।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজ বিমানে আরোহণ করার পর, বিমান যখন ছাড়তে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর দুঃখিতা মাতা সুনীতির কথা স্মরণ করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "আমার দুঃখিনী জননীকে ফেলে রেখে, আমি কি করে বৈকুণ্ঠলোকে যাব?"

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাতা সুনীতির প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। সুনীতিই তাঁকে এই পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, যার ফলে আজ তিনি বিষ্ণুপার্ষদদের দ্বারা নীত হয়ে, বৈকুণ্ঠলোকে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি তাঁর কথা স্মরণ করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুব মহারাজের মাতা সুনীতি ছিলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক গুরু। এই প্রকার গুরুকে কখনও কখনও শিক্ষাগুরুও বলা হয়। যদিও নারদ মুনি ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু, কিন্তু তাঁর মাতা সুনীতিই তাঁকে প্রথমে ভগবানের কৃপা কিভাবে লাভ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে যথাযথভাবে উপদেশ দেওয়া, এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে যথাযথভাবে গুরুর আদেশ পালন করা। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং সাধারণত শিক্ষাগুরুই পরবর্তী কালে দীক্ষাগুরু হন। সুনীতি কিন্তু একজন স্ত্রী হওয়ার ফলে, এবং বিশেষভাবে তাঁর মা হওয়ার ফলে, ধ্রুব মহারাজের দীক্ষাগুরু হতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। নারদ মুনিকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না, কিন্তু ধ্রুব মহারাজ তাঁর মায়ের কথা স্মরণ করেছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবান যে পরিকল্পনাই করেন, তা তৎক্ষণাৎ ফলপ্রসূ হয়। তেমনই, ভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ভক্তও তাঁর বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। ভগবান তাঁর নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেন স্বতন্ত্রভাবে, কিন্তু ভক্ত তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করে। তাই ধ্রুব মহারাজ তাঁর মায়ের কথা স্মরণ করা মাত্রই, বিষ্ণুদূতেরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সুনীতি দেবীও

অন্য আর একটি বিমানে বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন। ধ্রুব মহারাজ মনে করেছিলেন যে, তাঁর মাকে পিছনে ফেলে রেখে তিনি একলাই বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন, যা মঙ্গলজনক হত না, কারণ তার ফলে লোকেরা তাঁর সমালোচনা করত যে, যেই মা তাঁকে এত কিছু দিয়েছিলেন, তাঁকে সঙ্গে করে না নিয়ে তিনি একলা বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছেন। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ এও বিবেচনা করেছিলেন যে, তিনি তো পরমেশ্বর নন, তাই শ্রীকৃষ্ণ যদি তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ করতেন, তা হলেই তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হত। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তিনি ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে, তাঁর মাও তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ধ্রুব মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন; ভগবানের কৃপায়, তিনি ঠিক ভগবানের মতোই হন, এবং তার ফলে তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাঁর সেই ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৩৩

ইতি ব্যবসিতং তস্য ব্যবসায় সুরোত্তমৌ ।
দর্শয়ামাসতুর্দেবীং পুরো যানেন গচ্ছতীম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতম্**—চিন্তন; **তস্য**—ধ্রুবের; **ব্যবসায়**—বুঝতে পেরে; **সুর-উত্তমৌ**—সেই দুইজন মুখ্য পার্ষদ; **দর্শয়াম্ আসতুঃ**—তাঁকে দেখিয়েছিলেন; **দেবীম্**—পূজনীয়া সুনীতি; **পুরঃ**—সম্মুখে; **যানেন**—বিমানের দ্বারা; **গচ্ছতীম্**—যাচ্ছেন।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোকের দুই মহান ভগবৎ পার্ষদ নন্দ ও সুনন্দ ধ্রুব মহারাজের মনের কথা জানতে পেরে, তাঁকে দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর মাতা সুনীতি অন্য আর একটি বিমানে তাঁর পুরোভাগে যাচ্ছেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাগুরু অথবা দীক্ষাগুরুর কোন শিষ্য যদি ধ্রুব মহারাজের মতো নিষ্ঠা সহকারে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তা হলে গুরুদেব অতটা উন্নত না হলেও তাঁর শিষ্য তাঁকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারেন। যদিও সুনীতি ছিলেন ধ্রুব মহারাজের শিক্ষাগুরু, তবুও একজন স্ত্রী হওয়ার ফলে, তিনি

বনে যেতে পারেননি, এমন কি তিনি ধ্রুব মহারাজের মতো তপস্যাও করতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ধ্রুব মহারাজ তাঁর মাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজও তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধার করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে যে, শিষ্য অথবা সন্তান যদি মহান ভক্ত হন, তা হলে তিনি তাঁর পিতা, মাতা অথবা শিক্ষা অথবা দীক্ষাগুরুকে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে যেতে পারেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলতেন, "আমি যদি একজন আত্মাকেও ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে আমি মনে করব যে, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।" কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, এবং কখনও কখনও আমার মনে হয় যে, যদিও আমি নানা দিক দিয়ে পঙ্গু, কিন্তু আমার একজন শিষ্যও যদি ধ্রুব মহারাজের মতো শক্তিশালী হয়, তা হলে সে আমাকে বৈকুণ্ঠলোকে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে।

শ্লোক ৩৪

তত্র তত্র প্রশংসদ্ভিঃ পথি বৈমানিকৈঃ সুরৈঃ ।
অবকীর্যমাণে দদৃশে কুসুমৈঃ ক্রমশো গ্রহান্ ॥ ৩৪ ॥

তত্র তত্র—ইতস্তত; **প্রশংসদ্ভিঃ**—ধ্রুব মহারাজের প্রশংসাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা; **পথি**—পথে; **বৈমানিকৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার বিমান দ্বারা বাহিত; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অবকীর্যমাণঃ**—আচ্ছাদিত হয়ে; **দদৃশে**—দেখতে পেলেন; **কুসুমৈঃ**—ফুলের দ্বারা; **ক্রমশঃ**—একে একে; **গ্রহান্**—সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ।

অনুবাদ

অন্তরীক্ষ দিয়ে যাওয়ার সময়, ধ্রুব মহারাজ ক্রমশ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহগুলি দেখতে পেলেন, এবং পথে তাঁর উপর পুষ্প-বর্ষণকারী ও বিভিন্ন বিমানে বিচরণকারী সমস্ত দেবতাদের দেখতে পেলেন।

তাৎপর্য

একটি বৈদিক উক্তি আছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে জানার ফলে, ভক্ত সব কিছু জানতে পারেন। তেমনই, ভগবদ্ধামে যাওয়ার ফলে, বৈকুণ্ঠলোকের পথে অবস্থিত অন্য সমস্ত লোকের সম্বন্ধেও জানা হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ধ্রুব মহারাজের দেহ আমাদের দেহ থেকে ভিন্ন। বৈকুণ্ঠ-বিমানে আরোহণ করার সময়, তাঁর দেহ

সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় সুবর্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেউই জড় দেহ নিয়ে উচ্চতর লোকগুলি অতিক্রম করতে পারে না, কিন্তু চিন্ময় দেহ লাভ হলে, এই জড় জগতের উচ্চতর লোকেই কেবল যাওয়া যায় না, এই জগতের অতীত বৈকুণ্ঠলোকেও যাওয়া যায়। নারদ মুনি যে জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন, সেই কথা সুবিদিত।

এই কথাও মনে রাখা উচিত যে, সুনীতি যখন বৈকুণ্ঠলোকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর দেহও চিন্ময় স্বরূপে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্রীসুনীতি দেবীর মতো প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁর সন্তানদের ধ্রুব মহারাজের মতো ভক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া। সুনীতি দেবী পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হতে এবং বনে গিয়ে ভগবানের অন্বেষণ করতে। তিনি কখনও বাসনা করেননি যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের জন্য তপশ্চর্যা না করে, তাঁর পুত্র আরামে গৃহে থাকুক। সুনীতি দেবীর মতো প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য পুত্রের যথার্থ মঙ্গল বিবেচনা করে, পাঁচ বছর বয়স থেকেই তাকে ব্রহ্মচারী হওয়ার এবং পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য তপস্যা করার শিক্ষা দেওয়া। তার ফলে লাভ এই হবে যে, পুত্র যদি ধ্রুব মহারাজের মতো একজন ভক্ত হতে পারে, তা হলে কেবল সে-ই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে না, তার সঙ্গে তিনিও চিৎ-জগতে ফিরে যেতে পারবেন, যদিও ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনে তিনি কোন রকম তপস্যা করতে সক্ষম নাও হন।

শ্লোক ৩৫

ত্রিলোকীং দেবযানেন সোঽতিব্রজ্য মুনীনপি ।
পরস্তাদ্‌যদ্ ধ্রুবগতির্বিষ্ণোঃ পদমথাভ্যগাৎ ॥ ৩৫ ॥

ত্রি-লোকীম্—ত্রিভুবন; **দেব-যানেন**—দিব্য বিমানে; **সঃ**—ধ্রুব; **অতিব্রজ্য**—অতিক্রম করে; **মুনীন্**—মহর্ষিদের; **অপি**—ও; **পরস্তাৎ**—অতীত; **যৎ**—যা; **ধ্রুব-গতিঃ**—ধ্রুব, যিনি নিত্য জীবন লাভ করেছিলেন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **পদম্**—ধাম; **অথ**—তার পর; **অভ্যগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে ধ্রুব মহারাজ সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করেছিলেন। সেই স্থানের উর্ধ্ব লোকে তিনি শাশ্বত চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যেখানে শ্রীবিষ্ণু বাস করেন।

তাৎপর্য

সেই বিমানটি চালাচ্ছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দুইজন মুখ্য পার্ষদ সুনন্দ এবং নন্দ। এই প্রকার চিন্ময় মহাকাশচারীরাই কেবল সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে নিত্য আনন্দময়লোকে তাঁদের বিমান চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যঃ),* অর্থাৎ এই জগতের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিদাকাশ, যেখানে সব কিছুই নিত্য এবং আনন্দময়। সেখানকার গ্রহগুলিকে বলা হয় বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠলোক। সেখানেই কেবল নিত্য আনন্দময় এবং জ্ঞানময় জীবন লাভ করা যায়। বৈকুণ্ঠলোকের নিম্নে জড় ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মালোকের অন্যান্য অধিবাসীরা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় না হওয়া পর্যন্ত বাস করেন; কিন্তু তাঁদের জীবনও নিত্য নয়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *(আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ)* । কেউ যদি এই জগতের সর্বোচ্চ লোকেও যায়, তবুও সে নিত্য জীবন লাভ করতে পারে না। কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়ার ফলেই নিত্য আনন্দময় জীবন লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৬

যদ্ ভ্রাজমানং স্বরুচৈব সর্বতো
লোকাস্ত্রয়ো হ্যনু বিভ্রাজন্ত এতে ।
যন্নাব্রজঞ্জন্তুষু যেঽননুগ্রহা
ব্রজন্তি ভদ্রাণি চরন্তি যেঽনিশম্ ॥ ৩৬ ॥

যৎ—যেই লোক; **ভ্রাজমানম্**—জ্যোতির্ময়; **স্ব-রুচা**—স্বীয় জ্যোতির দ্বারা; **এব**—মাত্র; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **লোকাঃ**—গ্রহলোকমণ্ডলী; **ত্রয়ঃ**—তিন; **হি**—অবশ্যই; **অনু**—ফলেই; **বিভ্রাজন্তে**—জ্যোতি প্রতিফলিত হয়; **এতে**—এই সমস্ত; **যৎ**—যেই লোক; **ন**—না; **অব্রজন্**—পৌঁছেছেন; **জন্তুষু**—জীবাত্মাদের; **যে**—যারা; **অননুগ্রহাঃ**—কৃপালু নয়; **ব্রজন্তি**—যায়; **ভদ্রাণি**—শুভ কার্য; **চরন্তি**—প্রবৃত্ত হয়; **যে**—যারা; **অনিশম্**—নিরন্তর।

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠলোক স্বীয় জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত। এই জড় জগতের উজ্জ্বল লোকসমূহ সেই জ্যোতির প্রতিফলনের ফলেই উজ্জ্বল হয়। যারা অন্যান্য জীবের প্রতি

কৃপাপরবশ নয়, তারা কখনও সেই লোকে যেতে পারে না। যাঁরা নিরন্তর জীবের কল্যাণজনক কার্যকলাপে যুক্ত, তাঁরাই সেই বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন।

তাৎপর্য

এখানে বৈকুণ্ঠলোকের দুটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, বৈকুণ্ঠ-আকাশে সূর্য এবং চন্দ্রের কোন প্রয়োজন নেই। সেই কথা উপনিষদ এবং *ভগবদ্গীতাতেও* প্রতিপন্ন হয়েছে *(ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ)*। চিৎ-জগতে বৈকুণ্ঠলোকগুলি স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; তাই সেখানে সূর্য, চন্দ্র, অথবা বৈদ্যুতিক আলোকের কোন প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে, বৈকুণ্ঠলোকের জ্যোতিই জড় আকাশে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের দ্বারাই জড় ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য জ্যোতির্ময় হয়েছে; এবং সূর্যের জ্যোতি থেকে চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি জ্যোতির্ময় হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জড় আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্কগুলি বৈকুণ্ঠলোকের জ্যোতি ধার করেছে। এই জড় জগৎ থেকে কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায়, যদি তারা অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণকর কার্যকলাপে নিরন্তর যুক্ত থাকে। এই প্রকার নিরন্তর কল্যাণকর কার্যকলাপ কেবল কৃষ্ণভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারাই সম্ভব। এই জড় জগতে কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন পরোপকারের কার্য নেই, যাতে মানুষ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই যুক্ত থাকতে পারে।

কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই পরিকল্পনা করেন কিভাবে সমস্ত দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে আনা যায়। এমন কি কেউ যদি সমস্ত অধঃপতিত জীবেদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তবুও যেহেতু তিনি কৃষ্ণভাবনাময়, তাই তাঁর জন্য বৈকুণ্ঠলোকের দ্বার উন্মুক্ত। তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করার যোগ্য হন, এবং কেউ যদি এই প্রকার ভক্তকে অনুসরণ করেন, তা হলে তিনিও বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারেন। আর অন্য যারা ঈর্ষাপরায়ণ কার্যকলাপে যুক্ত, তাদের বলা হয় কর্মী। কর্মীরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। কেবল তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তারা হাজার হাজার নিরীহ পশুকে হত্যা করতে পারে। জ্ঞানীরা কর্মীদের মতো পাপী নয়, কিন্তু তারা অন্যদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে না। তারা কেবল নিজেদের মুক্তির জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে। যোগীরাও যোগসিদ্ধি লাভের চেষ্টা করে নিজেদেরই প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব, যাঁরা ভগবানের সেবক, তাঁরা কৃষ্ণভক্তির প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন পতিত জীবেদের উদ্ধার করার জন্য। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিই কেবল চিৎ-জগতে প্রবেশ করার যোগ্য। সেই কথা এই

শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন যে, *ভগবদ্গীতার* বাণী যাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর কাছে সব চাইতে প্রিয়।

শ্লোক ৩৭

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বভূতানুরঞ্জনাঃ ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবা ॥ ৩৭ ॥

শান্তাঃ—শান্ত; **সম-দৃশঃ**—সমদর্শী; **শুদ্ধাঃ**—পবিত্র; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **অনুরঞ্জনাঃ**—প্রসন্নতা প্রদানকারী; **যান্তি**—যায়; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **অচ্যুত**—ভগবানের; **পদম্**—ধামে; **অচ্যুত-প্রিয়**—ভগবদ্ভক্তদের সঙ্গে; **বান্ধবাঃ**—বন্ধু।

অনুবাদ

যাঁরা শান্ত, সমদর্শী, নির্মল ও পবিত্র, এবং যাঁরা অন্য সমস্ত জীবেদের কিভাবে প্রসন্নতা বিধান করতে হয় তা জানেন, তাঁরা ভগবদ্ভক্তদের বন্ধু; তাঁরাই কেবল অনায়াসে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের বর্ণনাটি পূর্ণরূপে ইঙ্গিত করে যে, ভগবদ্ভক্তরাই কেবল ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্য। এখানে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তরা শান্ত, কারণ তাঁদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। তাঁরা কেবল ভগবানের সেবায় ঐকান্তিকভাবে যুক্ত। কর্মীরা শান্ত হতে পারে না, কারণ তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। জ্ঞানীরাও শান্ত হতে পারে না, কারণ তারা ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়ে মুক্তি লাভের চেষ্টায় অত্যন্ত ব্যস্ত। তেমনই যোগীরাও যোগসিদ্ধি লাভের বাসনায় অশান্ত। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত শান্ত কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত এবং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বলে মনে করেন। একটি শিশু যেমন তার পিতা-মাতার উপর নির্ভর করে পূর্ণ শান্তি অনুভব করে, তেমনই ভগবদ্ভক্তও ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করার ফলে সম্পূর্ণরূপে শান্ত।

ভক্ত সমদর্শী। তিনি সকলকেই চিন্ময় স্তরে দর্শন করেন। ভক্ত জানেন যে, যদিও বদ্ধ জীব তার পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে একটি বিশেষ প্রকার শরীর লাভ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভক্ত সমস্ত

জীবকে সেই চিন্ময় দৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে ভেদ দর্শন করেন না। এই সমস্ত গুণাবলীর বিকাশ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল সম্ভব। ভক্তসঙ্গ ব্যতীত, কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করা যায় না। তাই, আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থায় যিনি বাস করেন, তাঁরই কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হয়। ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, এবং ভগবানও ভক্তদের প্রিয়। সেই স্তরেই কেবল কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা যায়। যারা কৃষ্ণভাবনাময় অথবা কৃষ্ণভক্ত, তাঁরা সকলেরই প্রসন্নতা বিধান করতে পারেন, যা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আমরা কোন রকম পক্ষপাতিত্ব না করে, সকলকেই নিমন্ত্রণ জানাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে এবং যত ইচ্ছা প্রসাদ খেতে, এবং তার ফলে সকলেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়। এটিই হচ্ছে যোগ্যতা। *সর্ব-ভূতানুরঞ্জনাঃ* । পবিত্রতার ব্যাপারে কেউই ভক্তের থেকে অধিক পবিত্র হতে পারে না। একবার যিনি বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করেন, তিনি অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হয়ে যান *(যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষম্)* । ভক্ত যেহেতু নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, সেই জন্য কোন জড় কলুষ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে পবিত্র। *মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে* । বলা হয় যে, একটি মুচি অথবা যাঁর মুচিকুলে জন্ম হয়েছে, তিনি যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি ব্রাহ্মণের (শুচি) স্তরে উন্নীত হতে পারেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় এবং যিনি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করেন, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিশুদ্ধতম।

শ্লোক ৩৮

ইত্যুত্তানপদঃ পুত্রো ধ্রুবঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ ।
অভূৎত্রয়াণাং লোকানাং চূড়ামণিরিবামলঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **উত্তানপদঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **ধ্রুবঃ**—ধ্রুব মহারাজ; **কৃষ্ণ-পরায়ণঃ**—পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **ত্রয়াণাম্**—তিনের; **লোকানাম্**—লোকের; **চূড়া-মণি**—শ্রেষ্ঠ রত্ন; **ইব**—সদৃশ; **অমলঃ**—পবিত্র।

অনুবাদ

এইভাবে মহারাজ উত্তানপাদের অত্যন্ত মহিমান্বিত পুত্র, ধ্রুব মহারাজ পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ত্রিলোকের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনাময় শব্দটির সঠিক সংস্কৃত প্রতিশব্দ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—*কৃষ্ণপরায়ণঃ* । *পরায়ণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অগ্রসর হওয়া'। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছেন, তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণপরায়ণ বা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময়। ধ্রুব মহারাজের দৃষ্টান্তটি সূচিত করে যে, প্রত্যেক কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিলোকের শীর্ষে পৌঁছাতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত এমন একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হতে পারেন, যা যে-কোন উচ্চাভিলাষী জড় ব্যক্তির কল্পনারও অতীত।

শ্লোক ৩৯

গম্ভীরবেগোঽনিমিষং জ্যোতিষাং চক্রমাহিতম্ ।
যস্মিন্ ভ্রমতি কৌরব্য মেঢ্যামিব গবাং গণঃ ॥ ৩৯ ॥

গম্ভীর-বেগঃ—প্রবল বেগে; **অনিমিষম্**—নিরন্তর; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর; **চক্রম্**—চক্র; **আহিতম্**—যুক্ত; **যস্মিন্**—যার চতুর্দিকে; **ভ্রমতি**—আবর্তন করে; **কৌরব্য**—হে বিদুর; **মেঢ্যাম্**—মেঢদণ্ড; **ইব**—সদৃশ; **গবাম্**—বলীবর্দের; **গণঃ**—সমূহ।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে কুরুনন্দন বিদুর! বলীবর্দ যেমন মেঢদণ্ডের চারপাশে পরিভ্রমণ করে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্যোতিষ্ক ঠিক সেইভাবে প্রবলবেগে ধ্রুব মহারাজের ধামকে প্রদক্ষিণ করছে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি গ্রহ অতি প্রবলবেগে ভ্রমণ করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* একটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সূর্য সেকেণ্ডে ষোল হাজার মাইল বেগে ভ্রমণ করছে, এবং *ব্রহ্মসংহিতার যচ্চক্ষুরেষা সবিতা সকলগ্রহাণাম্* শ্লোকটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সূর্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের চক্ষু, এবং তার একটি বিশেষ কক্ষপথ রয়েছে, যার উপর সূর্য পরিভ্রমণ করে। তেমনই, অন্য সমস্ত গ্রহেরও বিশেষ বিশেষ কক্ষপথ রয়েছে। কিন্তু তারা সকলেই এই ত্রিলোকের শিরোমণি-স্বরূপ ধ্রুব মহারাজের স্থান ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করছে। ভগবদ্ভক্তের প্রকৃত স্থিতি যে কত উঁচু তা আমরা কেবল কল্পনাই করতে পারি, এবং ভগবানের পদ যে কত উঁচু তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

শ্লোক ৪০

মহিমানং বিলোক্যাস্য নারদো ভগবানৃষিঃ ।
আতোদ্যং বিতুদঞ্ শ্লোকান্ সত্রেঽগায়ৎপ্রচেতসাম্ ॥ ৪০ ॥

মহিমানম্—মহিমা; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **নারদঃ**—মহর্ষি নারদ; **ভগবান্**—যিনি ভগবানেরই মতো মহিমান্বিত; **ঋষিঃ**—মহাত্মা; **আতোদ্যম্**—বীণা; **বিতুদন্**—বাজিয়ে; **শ্লোকান্**—শ্লোক; **সত্রে**—যজ্ঞস্থলে; **অগায়ৎ**—গেয়েছিলেন; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের মহিমা দর্শন করে, নারদ মুনি তাঁর বীণা বাজিয়ে প্রচেতাদের যজ্ঞে মহা আনন্দে পরবর্তী তিনটি শ্লোক গেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবর্ষি নারদ ছিলেন ধ্রুব মহারাজের গুরুদেব। ধ্রুব মহারাজের মহিমা দর্শন করে তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। পিতা যেমন সর্বতোভাবে পুত্রের উন্নতি দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন, তেমনই গুরুদেব তাঁর শিষ্যের উন্নতি দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দিত হন।

শ্লোক ৪১

নারদ উবাচ

নূনং সুনীতেঃ পতিদেবতায়া-
স্তপঃপ্রভাবস্য সুতস্য তাং গতিম্ ।
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ানপি বেদবাদিনো
নৈবাধিগন্তুং প্রভবন্তি কিং নৃপাঃ ॥ ৪১ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **সুনীতেঃ**—সুনীতির; **পতি-দেবতায়াঃ**—অত্যন্ত পতিব্রতা; **তপঃ-প্রভাবস্য**—তপস্যার প্রভাবে; **সুতস্য**—পুত্রের; **তাম্**—সেই; **গতিম্**—স্থিতি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **অভ্যুপায়ান্**—উপায়; **অপি**—যদিও; **বেদ-বাদিনঃ**—বেদের কঠোর অনুগামীগণ, বা তথাকথিত বৈদান্তিকগণ; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অধিগন্তুম্**—প্রাপ্ত হতে পারে; **প্রভবন্তি**—যোগ্য; **কিম্**—কি বলার আছে; **নৃপাঃ**—সাধারণ রাজাগণ।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—পতিব্রতা সুনীতির পুত্র ধ্রুব মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রভাবে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী তপস্যার প্রভাবে, এমন এক উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা বেদান্তবিদ ব্রহ্মবাদীরাও লাভ করতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ মানুষের আর কি কথা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বেদ-বাদিনঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত যারা নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক নির্দেশ পালন করে, তাদের বলা হয় *বেদবাদী* । তথাকথিত বহু বৈদান্তিক রয়েছে, যারা বেদান্ত-দর্শনের অনুগামী বলে নিজেদের প্রচার করে, কিন্তু বেদান্তের ভ্রান্ত অর্থ করে। যারা বেদের অর্থ না বুঝে বেদের প্রতি আসক্ত, *ভগবদ্গীতায়ও* তাদের *বেদ-বাদরতাঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তিরা বেদ সম্বন্ধে কথা বলতে পারে অথবা তাদের নিজেদের মনগড়া পন্থায় তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে ধ্রুব মহারাজের মতো এক অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। সাধারণ রাজাদের পক্ষে তা একেবারেই সম্ভব নয়। এখানে রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা পূর্বে রাজারাও রাজর্ষি হতেন। ধ্রুব মহারাজ ছিলেন একজন রাজা, এবং সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন মহর্ষির মতো বিদ্বান। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত, কোন মহান রাজা, কোন ক্ষত্রিয়, এমন কি বৈদিক অনুশাসনের নিষ্ঠাপরায়ণ অনুশীলনকারী মহান ব্রাহ্মণও ধ্রুব মহারাজের মতো উচ্চ পদ লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ৪২

যঃ পঞ্চবর্ষো গুরুদারবাক্‌শরৈ-
র্ভিন্নেন যাতো হৃদয়েন দূয়তা ।
বনং মদাদেশকরোঽজিতং প্রভুং
জিগায় তদ্ভক্তগুণৈঃ পরাজিতম্ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি; **পঞ্চ-বর্ষঃ**—পাঁচ বছর বয়সে; **গুরু-দার**—পিতৃ-পত্নীর; **বাক্-শরৈঃ**—বাক্যরূপ বাণের দ্বারা; **ভিন্নেন**—অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে; **যাতঃ**—গিয়েছিলেন; **হৃদয়েন**—কারণ তাঁর হৃদয়; **দূয়তা**—অত্যন্ত দুঃখিত; **বনম্**—বনে; **মৎ-আদেশ**—

আমার নির্দেশ অনুসারে; **করঃ**—কার্য করে; **অজিতম্**—অজেয়; **প্রভুম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **জিগায়**—পরাস্ত করেছিলেন; **তৎ**—তাঁর; **ভক্ত**—ভক্তদের; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা; **পরাজিতম্**—পরাজিত।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ বললেন—দেখ, কিভাবে ধ্রুব মহারাজ তার বিমাতার বাক্যবাণে মর্মাহত হয়ে, কেবল পাঁচ বছর বয়সে বনে গিয়েছিল এবং আমার নির্দেশে তপস্যা করেছিল। ভগবান যদিও অজেয়, তবুও ধ্রুব মহারাজ ভক্তোচিত বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা তাঁকে পরাস্ত করেছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অজিত; কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর ভক্তের গুণাবলীর দ্বারা তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, কারণ মা যশোদা ছিলেন একজন মহান ভক্ত। ভগবান তাঁর ভক্তের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে চান। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, সকলেই ভগবানের কাছে এসে স্তবস্তুতি করেন, কিন্তু ভগবান তাতে ততটা প্রসন্ন হন না, যেমন হন শুদ্ধ ভক্তিসহকারে তাঁর ভক্ত যখন তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। ভগবান তাঁর পরম পদের কথা ভুলে গিয়ে, স্বেচ্ছায়, তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। ধ্রুব মহারাজ ভগবানকে জয় করেছিলেন, কারণ তিনি পাঁচ বছর বয়সেই ভক্তির সর্বপ্রকার কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই ভক্তি অবশ্য দেবর্ষি নারদের নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়েছিল। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির প্রথম সোপান—*আদৌ গুর্বাশ্রয়ম্* । প্রথমেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, এবং ভক্ত যদি নিষ্ঠাসহকারে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেন, যেমন ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনির নির্দেশ পালন করেছিলেন, তা হলে ভগবানের কৃপা লাভ করা কঠিন হয় না।

ভগবদ্ভক্তির সমস্ত গুণাবলীর সমন্বয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম বিকশিত করা। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই বিশুদ্ধ প্রেম কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার মাধ্যমে লাভ করা যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বীকার করেছেন যে, কেউ যদি যে-কোন অবস্থাতেই বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় বাণী অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় চিন্ময় বাণী শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে শুদ্ধ প্রেম লাভ করবেন, এবং সেই প্রেমের দ্বারাই কেবল অজিতকে জয় করা যায়। মায়াবাদীরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে

যেতে চায়, কিন্তু ভক্তরা সেই স্তরও অতিক্রম করে। ভক্তরা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে কেবল একই হন না, উপরন্তু তিনি কখনও কখনও পিতা, মাতা অথবা প্রভু হন। অর্জুনও তাঁর ভক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর রথের সারথি করেছিলেন; তিনি ভগবানকে আদেশ দিয়েছিলেন, "এখানে আমার রথ রাখ," এবং ভগবান তাঁর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। ভক্ত যে কিভাবে অজিত ভগবানকে জয় করতে পারেন, এইগুলি তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ৪৩

যঃ ক্ষত্রবন্ধুর্ভুবি তস্যাধিরূঢ়-
মন্বারুরুক্ষেদপি বর্ষপূগৈঃ ।
ষট্পঞ্চবর্ষো যদহোভিরল্পৈঃ
প্রসাদ্য বৈকুণ্ঠমবাপ তৎপদম্ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যিনি; **ক্ষত্র-বন্ধুঃ**—ক্ষত্রিয়পুত্র; **ভুবি**—পৃথিবীতে; **তস্য**—ধ্রুবের; **অধিরূঢ়ম্**—অতি উন্নত পদ; **অনু**—পশ্চাৎ; **আরুরুক্ষেৎ**—লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করতে পারে; **অপি**—সত্ত্বেও; **বর্ষ-পূগৈঃ**—বহু বছর; **ষট্-পঞ্চ-বর্ষঃ**—পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়স্ক; **যৎ**—যা; **অহোভিঃ অল্পৈঃ**—কয়েক দিন পরে; **প্রসাদ্য**—প্রসন্ন করে; **বৈকুণ্ঠম্**—ভগবান; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **তৎ-পদম্**—তাঁর ধাম।

অনুবাদ

ছয় মাস ধরে কঠোর তপস্যা করার পর, ধ্রুব মহারাজ পাঁচ অথবা ছয় বছর বয়সে অতি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আহা! কোন মহান ক্ষত্রিয় বহু বহু বছর ধরে তপস্যা করার পরেও এই পদ লাভ করতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে ধ্রুব মহারাজকে *ক্ষত্র-বন্ধুঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি পূর্ণরূপে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কেননা তাঁর বয়স তখন ছিল কেবলমাত্র পাঁচ বছর; তিনি পরিণত বয়স্ক ক্ষত্রিয় ছিলেন না। ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তৎক্ষণাৎ কেউ ব্রাহ্মণ হয়ে যায় না; তাকে শিক্ষা এবং সংস্কার গ্রহণ করতে হয়।

ধ্রুব মহারাজের মতো শিষ্যের গর্বে নারদ মুনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। তাঁর অন্য বহু শিষ্য ছিল, কিন্তু তিনি ধ্রুব মহারাজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন, কারণ তিনি এক জন্মেই, তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা সারা ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন রাজপুত্র বা রাজর্ষি কখনও প্রাপ্ত হননি। মহারাজ ভরতের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যিনি ছিলেন ভগবানের আর একজন মহান ভক্ত, কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন তিন জন্মে। প্রথম জন্মে যদিও তিনি বনে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন, তবুও তিনি একটি হরিণ শিশুর স্নেহে এত আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁকে পরবর্তী জীবনে একটি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়। যদিও তিনি হরিণ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন জাতিস্মর এবং তাঁর আধ্যাত্মিক পদের কথা তাঁর স্মরণ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সিদ্ধি লাভের জন্য আর একটি জীবনের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি জড় ভরতরূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জীবনে অবশ্য তিনি সমস্ত জড় আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি সিদ্ধি লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। ধ্রুব মহারাজের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, কেউ যদি চায়, তা হলে বহু জন্মের প্রতীক্ষা না করে, এক জন্মেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলতেন যে, তাঁর প্রতিটি শিষ্যই অন্য জন্মে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রতীক্ষা না করে, এই জন্মেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হতে পারেন। মানুষকে কেবল ধ্রুব মহারাজের মতো নিষ্ঠাপরায়ণ এবং ঐকান্তিক হতে হয়, তা হলে এক জন্মেই ভগবদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

শ্লোক ৪৪

মৈত্রেয় উবাচ

এতত্তেঽভিহিতং সর্বং যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ।
ধ্রুবস্যোদ্দামযশসশ্চরিতং সম্মতং সতাম্ ॥ ৪৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এতৎ**—এই; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—বর্ণনা করেছি; **সর্বম্**—সব কিছু; **যৎ**—যা; **পৃষ্টঃ অহম্**—আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; **ইহ**—এখানে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **উদ্দাম্**—উৎকর্ষ প্রদানকারী; **যশসঃ**—যাঁর খ্যাতি; **চরিতম্**—চরিত্র; **সম্মতম্**—স্বীকৃত; **সতাম্**—মহান ভক্তদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! ধ্রুব মহারাজের মহান যশ এবং চরিত্র সম্বন্ধে তুমি যা কিছু প্রশ্ন আমাকে করেছিলে, আমি সবিস্তারে তা বর্ণনা করেছি। মহাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তরা ধ্রুব মহারাজের বিষয়ে শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহবোধ করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হচ্ছে ভগবান সম্পর্কীয় সব কিছু। ভগবানের লীলা এবং কার্যকলাপ অথবা ভগবানের ভক্তের চরিত্র, যশ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যা কিছু শুনি, তা সবই এক এবং অভিন্ন। কনিষ্ঠ স্তরের ভক্তরা ভগবানের লীলা শ্রবণ করতে চায় এবং তারা ভগবানের ভক্তের কার্যকলাপ শ্রবণে ততটা আগ্রহী নয়, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কখনও এই প্রকার ভেদ দর্শন করেন না। কখনও কখনও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যান্য অংশের কথা শ্রবণ না করে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করতে চায়। পেশাদারি ভাগবত পাঠক রয়েছে, যারা সরাসরিভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* রাসলীলা বর্ণনা করতে শুরু করে, যেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* অন্যান্য অধ্যায়গুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই প্রকার ভেদ দর্শন এবং সরাসরিভাবে ভগবানের রাসলীলা শ্রবণ আচার্যগণ অনুমোদন করেননি। নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি অধ্যায় এবং প্রতিটি শব্দ পাঠ করবেন, কারণ প্রথম দিকের শ্লোকগুলি বর্ণনা করেছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শব্দও ভগবদ্ভক্তের এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাই মহর্ষি মৈত্রেয় এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে *সম্মতং সতাম্*, অর্থাৎ মহান ভক্তদের দ্বারা অনুমোদিত।

শ্লোক ৪৫

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ।
স্বর্গ্যং ধ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥

ধন্যম্—ধন প্রদানকারী; **যশস্যম্**—যশ প্রদানকারী; **আয়ুষ্যম্**—আয়ু বর্ধনকারী; **পুণ্যম্**—পবিত্র; **স্বস্তি-অয়নম্**—কল্যাণ উৎপন্নকারী; **মহৎ**—মহান; **স্বর্গ্যম্**—স্বর্গলোক প্রদানকারী; **ধ্রৌব্যম্**—অথবা ধ্রুবলোক; **সৌমনস্যম্**—মনের প্রসন্নতা বিধানকারী; **প্রশস্যম্**—প্রশংসার যোগ্য; **অঘ-মর্ষণম্**—সমস্ত পাপ বিনাশকারী।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের আখ্যান শ্রবণকারীর ধন, যশ এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়। তা এতই পবিত্র যে, কেবলমাত্র তা শ্রবণ করার ফলেই স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আখ্যান এতই মহিমান্বিত যে, তা শ্রবণের ফলে দেবতারা পর্যন্ত প্রসন্ন হন, এবং তা এতই শক্তিশালী যে, তার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই জগতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে। সকলেই শুদ্ধ ভক্ত নয়। যারা কর্মী, তারা প্রচুর ধন-সম্পদ কামনা করে। কেউ আবার যশ কামনা করে। কেউ স্বর্গলোক অথবা ধ্রুবলোকে উন্নীত হতে চায়, আবার অন্য অনেকে জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। এখানে মৈত্রেয় ঋষি বলেছেন যে, সকলেই ধ্রুব মহারাজের আখ্যান শ্রবণ করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁদের বাঞ্ছিত লক্ষ্য লাভ হবে। বলা হয়েছে যে, ভক্ত *(অকাম)*, কর্মী *(সর্বকাম)* এবং জ্ঞানী *(মোক্ষকাম)*, সকলেরই তাদের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা উচিত। তেমনই, কেউ যদি ভগবানের ভক্তের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলেও তিনি সেই ফলই লাভ করেন। ভগবানের কার্যকলাপ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শ্লোক ৪৬

শ্রুত্বৈতচ্ছ্রদ্ধয়াভীক্ষ্ণমচ্যুতপ্রিয়চেষ্টিতম্ ।
ভবেদ্ভক্তির্ভগবতি যয়া স্যাৎক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **এতৎ**—এই; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অভীক্ষ্ণম্**—বার বার; **অচ্যুত**—ভগবানের; **প্রিয়**—প্রিয়; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **ভবেৎ**—উৎপন্ন করে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি; **যয়া**—যার দ্বারা; **স্যাৎ**—অবশ্যই হয়; **ক্লেশ**—দুঃখের; **সংক্ষয়ঃ**—বিনাশ।

অনুবাদ

যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁর শুদ্ধ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বার বার প্রয়াস করেন, তিনিও শুদ্ধ ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদন করেন। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা জড়-জাগতিক জীবনের ত্রিতাপ-দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

তাৎপর্য

এখানে *অচ্যুত-প্রিয়* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধ্রুব মহারাজের চরিত্র এবং যশ মহান, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবানের লীলা এবং কার্যকলাপ যেমন শ্রুতিমধুর, তাঁর প্রিয় ভক্তদের সম্বন্ধে শ্রবণ করাও তেমনই শ্রুতিমধুর এবং শক্তিশালী। কেউ যদি বার বার ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান পাঠ করেন, তা হলে কেবল এই অধ্যায় শ্রবণ এবং পাঠ করার ফলে, তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন; আর সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে, তিনি ভগবানের একজন মহান ভক্ত হওয়ার সুযোগ পান। ভগবানের মহান ভক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জড়-জাগতিক জীবনের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি।

শ্লোক ৪৭

মহত্ত্বমিচ্ছতাং তীর্থং শ্রোতুঃ শীলাদয়ো গুণাঃ ।
যত্র তেজস্তদিচ্ছূনাং মানো যত্র মনস্বিনাম্ ॥ ৪৭ ॥

মহত্ত্বম্—মহিমা; **ইচ্ছতাং**—যাঁরা বাসনা করেন; **তীর্থম্**—পন্থা; **শ্রোতুঃ**—শ্রবণকারীর; **শীল-আদয়ঃ**—সৎ চরিত্র ইত্যাদি; **গুণাঃ**—গুণাবলী; **যত্র**—যাতে; **তেজঃ**—শক্তি; **তৎ**—তা; **ইচ্ছূনাম্**—বাসনাকারীদের; **মানঃ**—সম্মান; **যত্র**—যাতে; **মনস্বিনাম্**—চিন্তাশীল ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

যিনি ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি তাঁরই মতো উত্তম গুণাবলী অর্জন করেন। যাঁরা মহিমা, শক্তি অথবা প্রভাব লাভ করতে চান, এই পন্থার দ্বারা তাঁরা তা লাভ করতে পারেন, আর যাঁরা চিন্তাশীল এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষী, তাঁদের বাঞ্ছা-পূরণেরও এটি হচ্ছে উপযুক্ত উপায়।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই লাভ, পূজা এবং প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষী। সকলেই সব চাইতে উচ্চ পদ লাভ করতে চায়, এবং সকলেই মহান ব্যক্তিদের মহান গুণাবলীর কথা শ্রবণ করতে চায়। ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের বর্ণনা পাঠ করার দ্বারা এবং হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা, মহান ব্যক্তিদের বাঞ্ছিত সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনায়াসে লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪৮

প্রযতঃ কীর্তয়েৎপ্রাতঃ সমবায়ে দ্বিজন্মনাম্ ।
সায়ং চ পুণ্যশ্লোকস্য ধ্রুবস্য চরিতং মহৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রযতঃ—মহা যত্নে; **কীর্তয়েৎ**—কীর্তন করা উচিত; **প্রাতঃ**—সকালবেলা; **সমবায়ে**—সঙ্গে; **দ্বি-জন্মনাম্**—দ্বিজদের; **সায়ম্**—সন্ধ্যাবেলায়; **চ**—ও; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—পবিত্র খ্যাতির; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুবের; **চরিতম্**—চরিত্র; **মহৎ**—মহান।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছিলেন—ধ্রুব মহারাজের মহৎ চরিত্র ও কার্যকলাপ ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের সঙ্গে প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে কীর্তন করা উচিত।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ভক্তসঙ্গেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দ্বিজদের সভায় ধ্রুব মহারাজের চরিত্র আলোচনা করতে, এই শ্লোকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিজ বলতে যোগ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের বোঝায়। বিশেষ করে বৈষ্ণব স্তরে উন্নীত ব্রাহ্মণদের সঙ্গ অন্বেষণ করতে হয়। এইভাবে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের চরিত্র ও কার্যকলাপ বর্ণনাকারী *শ্রীমদ্ভাগবতের* আলোচনা অচিরেই ফলপ্রসূ হয়। সেই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ গঠিত হয়েছে। এই সংস্থার প্রতিটি কেন্দ্রে, কেবল সকাল, সন্ধ্যা অথবা মধ্যাহ্নেই নয়, প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবা নিরন্তর সম্পাদিত হয়। এই সংস্থার সান্নিধ্যে আসার ফলে, যে-কোন ব্যক্তি আপনা থেকেই ভক্তে পরিণত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, বহু কর্মী এবং অন্যান্য মানুষ আমাদের এই সংস্থায় এসে, মন্দিরের পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম এবং শান্ত বলে অনুভব করেন। এই শ্লোকে *দ্বি-জন্মনাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁর দুইবার জন্ম হয়েছে'। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যে-কোন ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করে দ্বিজত্ব লাভ করতে পারেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, দীক্ষা এবং প্রামাণিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে-কোন মানুষ দ্বিজত্ব লাভ করতে পারেন। মানুষের প্রথম জন্ম হয় পিতা-মাতার মাধ্যমে, এবং দ্বিতীয় জন্ম হয় সদ্‌গুরুরূপী পিতা এবং বৈদিক জ্ঞানরূপী মাতার মাধ্যমে। দ্বিজ না হলে, ভগবান ও তাঁর ভক্তের চিন্ময় বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তাই

শূদ্রদের জন্য বেদপাঠ নিষিদ্ধ। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করে লাভ করা শিক্ষার দ্বারা শূদ্র কখনও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে শিক্ষার ব্যবস্থা কেবল শূদ্র তৈরি করার জন্য। একজন মস্ত বড় প্রয়োগতত্ত্ববিৎ একটি মস্ত বড় শূদ্র ছাড়া আর কিছু নয়। *কলৌ শূদ্র-সম্ভবঃ*—এই কলিযুগে সকলেই শূদ্র। যেহেতু সারা পৃথিবীর জনসাধারণ শূদ্রে পরিণত হয়েছে, তাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবনতি হয়েছে, এবং তার ফলে মানুষেরা আজ অত্যন্ত অসুখী। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের শুরু হয়েছে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ তৈরি করার জন্য, যাতে তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে পারমার্থিক জ্ঞান প্রচার করতে পারেন। এই পারমার্থিক জ্ঞানের প্রচারের ফলেই কেবল মানুষ সুখী হতে পারে।

শ্লোক ৪৯-৫০

পৌর্ণমাস্যাং সিনীবাল্যাং দ্বাদশ্যাং শ্রবণেঽথবা ।
দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে সংক্রমেঽর্কদিনেঽপি বা ॥ ৪৯ ॥
শ্রাবয়েচ্ছ্রদ্দধানানাং তীর্থপাদপদাশ্রয়ঃ ।
নেচ্ছংস্তত্রাত্মনাত্মানং সন্তুষ্ট ইতি সিধ্যতি ॥ ৫০ ॥

পৌর্ণমাস্যাম্—পূর্ণিমার দিনে; **সিনীবাল্যাম্**—অমাবস্যার দিনে; **দ্বাদশ্যাম্**—একাদশীর পরের দিন; **শ্রবণে**—শ্রবণ নক্ষত্রের উদয়কালে; **অথবা**—অথবা; **দিন-ক্ষয়ে**—তিথির সমাপ্তিতে; **ব্যতীপাতে**—ব্যতীপাত নামক বিশেষ দিনে; **সংক্রমে**—সংক্রান্তিতে; **অর্কদিনে**—রবিবার; **অপি**—ও; **বা**—অথবা; **শ্রাবয়েৎ**—শ্রবণ করানো উচিত; **শ্রদ্দধানানাম্**—শ্রদ্ধালু শ্রোতাদের; **তীর্থ-পাদ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদ-আশ্রয়ঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত; **ন ইচ্ছন্**—কোন রকম পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না করে; **তত্র**—সেখানে; **আত্মনা**—আত্মার দ্বারা; **আত্মানম্**—মনের; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **সিধ্যতি**—সিদ্ধিলাভ হয়।

অনুবাদ

যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণ-কমলের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোন রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে, ধ্রুব মহারাজের এই আখ্যান কীর্তন করা উচিত। বিশেষ করে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, শ্রবণ নক্ষত্রের উদয়ে, বিশেষ তিথির সমাপ্তিতে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা রবিবাসরে এই আখ্যান কীর্তন করা

উচিত। এইভাবে, কোন রকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বিনা, এই আখ্যান কীর্তন করা হলে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই সিদ্ধিলাভ করেন।

তাৎপর্য

পেশাদারি ভাগবত পাঠকেরা জঠরের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপণের জন্য ভাগবত পাঠ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক-স্বরূপ টাকা-পয়সা চাইতে পারে, কিন্তু তার ফলে কারোরই কোন রকম পারমার্থিক উন্নতি সাধন হয় না অথবা কেউই সিদ্ধিলাভ করে না। তাই কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—কেউ যেন জীবিকা নির্বাহের জন্য *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করাকে একটি পেশারূপে গ্রহণ না করে। পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত ব্যক্তি, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত ভরণ-পোষণ অথবা সারা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর করেন, তিনিই কেবল ভগবান এবং ভগবানের ভক্তের লীলা-বিলাসের পূর্ণ বর্ণনা-সমন্বিত *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। সেই পন্থাটির সারমর্ম হচ্ছে—শ্রোতাদের ভগবানের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, এবং কীর্তনকারীকে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। *ভাগবত* পাঠকে ব্যবসা বানানো উচিত নয়। এই পন্থাটির যদি ঠিকভাবে অনুশীলন হয়, তা হলে পাঠকই কেবল পূর্ণ সন্তোষ লাভ করবেন না, পাঠক এবং শ্রোতাদের প্রতি ভগবানও প্রসন্ন হবেন, এবং তার ফলে উভয়েই কেবলমাত্র শ্রবণের দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ৫১

জ্ঞানমজ্ঞাততত্ত্বায় যো দদ্যাৎসৎপথেঽমৃতম্ ।
কৃপালোর্দীননাথস্য দেবাস্তস্যানুগৃহ্ণতে ॥ ৫১ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **অজ্ঞাত-তত্ত্বায়**—সত্য সম্বন্ধে যারা অবহিত নয়; **যঃ**—যিনি; **দদ্যাৎ**—প্রদান করেন; **সৎ-পথে**—সত্যের পথে; **অমৃতম্**—অমরত্ব; **কৃপালোঃ**—দয়ালু; **দীন-নাথস্য**—দীনজনদের রক্ষক; **দেবাঃ**—দেবতারা; **তস্য**—তাকে; **অনুগৃহ্ণতে**—আশীর্বাদ প্রদান করেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের আখ্যান অমৃতত্ব লাভের পরম মহিমান্বিত জ্ঞান। যারা পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, এই জ্ঞানের দ্বারা তাদের সত্যের পথে পরিচালিত করা যায়।

যাঁরা দিব্য সহানুভূতির ফলে, দীনজনদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁরা আপনা থেকেই দেবতাদের কৃপা এবং আশীর্বাদ লাভ করেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানম্ অজ্ঞাত শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে যেই জ্ঞান প্রায় সমগ্র জগতে অজ্ঞাত। পরম সত্য যে কি তা প্রকৃতপক্ষে কেউই জানে না। জড়বাদীরা তাদের শিক্ষা, দার্শনিক চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধনের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরম সত্য সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তাই মহর্ষি মৈত্রেয় নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরম সত্য সম্বন্ধে মানুষদের জ্ঞান প্রদান করার জন্য, ভক্তরা যেন সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী প্রচার করেন। শ্রীল ব্যাসদেব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমন্বিত এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থটি সংকলন করেছেন, যাতে পরম সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে, প্রথম স্কন্ধে, উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামুনি ব্যাসদেব এই মহান ভাগবত পুরাণ সংকলন করেছিলেন, জনসাধারণের অবিদ্যা দূর করার জন্য। মানুষ যেহেতু পরম সত্য সম্বন্ধে অবগত নয়, তাই নারদ মুনির নির্দেশে ব্যাসদেব বিশেষভাবে এই *শ্রীমদ্ভাগবত* সংকলন করেছিলেন। সাধারণত মানুষ যদিও সত্যকে জানতে চায়, কিন্তু তারা অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তার ফলে তারা বড় জোর নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা প্রাপ্ত হয়। খুব অল্প মানুষই ভগবানকে তত্ত্বত জানে।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে দিব্য জ্ঞান প্রদান করা। যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা না যায়, ততক্ষণ প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। ভগবদ্ভক্তি, যা ভক্তকে ভগবানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়, তাই হচ্ছে প্রকৃত অমৃতত্ব। পতিত জীবদের প্রতি এবং সাধারণ মানুষদের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরবশ হয়ে, শুদ্ধ ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে এই *শ্রীমদ্ভাগবতের* তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করেন। ভক্ত অত্যন্ত দয়ালু, তাই তাঁকে বলা হয় *দীননাথ* এবং তিনি দরিদ্র, অজ্ঞান জনসাধারণের রক্ষক। শ্রীকৃষ্ণও *দীন-নাথ* বা *দীনবন্ধু* নামে পরিচিত, এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তরাও সেই *দীননাথের* পদ গ্রহণ করেন। *দীননাথ* বা কৃষ্ণভক্তরা, যাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রচার করেন, তাঁরা দেবতাদের প্রিয়পাত্র হন। সাধারণত মানুষেরা জাগতিক লাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজায়, বিশেষ করে শিবের পূজায় অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবতের* নির্দেশ অনুসারে, ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব প্রচারে যুক্ত

শুদ্ধ ভক্ত অলাদাভাবে দেব-দেবীদের পূজা করেন না; দেবদেবীরা আপনা থেকেই তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে, তাঁদের যথাসাধ্য আশীর্বাদ করেন। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন আপনা থেকেই ডালপালা এবং পাতায় জল দেওয়া হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি সম্পাদনের ফলে, শাখা-পল্লবসদৃশ ভগবানের বিভিন্ন অংশ দেবতারা আপনা থেকেই ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তাঁরা তাঁদের সমস্ত আশীর্বাদ প্রদান করেন।

শ্লোক ৫২

ইদং ময়া তেঽভিহিতং কুরূদ্বহ
ধ্রুবস্য বিখ্যাতবিশুদ্ধকর্মণঃ ।
হিত্বার্ভকঃ ক্রীড়নকানি মাতু-
র্গৃহং চ বিষ্ণুং শরণং যো জগাম ॥ ৫২ ॥

ইদম্—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—আপনাকে; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুবের; **বিখ্যাত**—অতি প্রসিদ্ধ; **বিশুদ্ধ**—অত্যন্ত পবিত্র; **কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অর্ভকঃ**—বালক; **ক্রীড়নকানি**—খেলনা; **মাতুঃ**—তাঁর মায়ের; **গৃহম্**—গৃহ; **চ**—ও; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণুকে; **শরণম্**—শরণ; **যঃ**—যিনি; **জগাম**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

ধ্রুব মহারাজের দিব্য কার্যকলাপ সারা জগতে প্রসিদ্ধ, এবং তা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ধ্রুব মহারাজ শৈশবেই সমস্ত খেলার সামগ্রী পরিত্যাগ করে তাঁর মায়ের আশ্রয় ত্যাগ করে, ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করেছিলেন। হে বিদুর! আমি এই আখ্যান এখন সমাপ্ত করেছি, কারণ তোমার কাছে আমি তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, সকলেরই আয়ু অত্যন্ত অল্প, কিন্তু কেউ যদি যথাযথভাবে আচরণ করেন, তা হলে তাঁর কীর্তি দীর্ঘকাল ধরে জগতে বিরাজ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন চিরবিখ্যাত, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের খ্যাতিও চিরস্থায়ী। তাই ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ বর্ণনা করার সময়, দুটি বিশেষ শব্দের

ব্যবহার হয়েছে—*বিখ্যাত* এবং *বিশুদ্ধ* । ধ্রুব মহারাজ যে অতি অল্প বয়সে গৃহত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করার জন্য বনে গিয়েছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের ভগবদ্ধামে গমন' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।